পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি

(পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণির জন্য)

পরিকল্পনা ও নির্মাণ সহায়তা

বিশেষজ্ঞ কমিটি। বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১৩

প্রকাশক
শ্রী শান্তিপ্রসাদ সিন্‌হা
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা -৭০০ ০১৬

মুদ্রক
সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

সূচিপত্র

পঞ্চম শ্রেণি ৫

সপ্তম শ্রেণি ৩২

সংযোজন ও সংশোধন ৬৪

পঞ্চম শ্রেণি

আনুমানিক বয়স : ১০ +

বাংলা (প্রথম ভাষা)

(চতুর্থ শ্রেণির সামর্থ্যক্রমে বিভাজন)

পড়া, লেখা ,শোনা, বোঝা, বলা, দলগত কাজ, সৃজনমূলক কাজ, সাধারণীকরণ, উদ্ভাবনী চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পার্থক্যীকরণ, ব্যাখ্যাকরণ ও নামকরণ, অনুমান করার ক্ষমতা, চিহ্নিতকরণ ও নামকরণ, সাংগঠনিক ক্ষমতা, পঞ্জীকরণ, তুলনা এবং বৈপরীত্য সম্পর্কে ধারণা ব্যবহার করার ক্ষমতা, সংগ্রহ, নিজের মতামতের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা, বর্ণনা, শ্রেণিকরণ,পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, মডেল তৈরি করা, ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশের ক্ষমতা, নথিভুক্তিকরণ, চরিত্রায়ণ, কার্য-কারণবোধ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, বানানবিধি সম্পর্কে পরিচিতি, সমার্থক শব্দ, বিশেষ্য-বিশেষণ- সর্বনাম-অব্যয়-ক্রিয়া প্রভৃতি শব্দগুলির সঙ্গে পরিচয়, বাক্যে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার শেখা, বাক্য রচনা করা, বিপরীত শব্দ তৈরি, বাক্যের শ্রেণিবিভাগ, ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে ধারণা, বাক্য জুড়ে লেখা বা বাক্যকে ভেঙে আলাদা করে লেখা শেখা, একটি ও তার বেশি শব্দের বাক্য তৈরি, বর্ণ সাজিয়ে শব্দ বা শব্দ সাজিয়ে বাক্য তৈরি, একই অর্থে অন্য শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নেওয়া, এক কথায় প্রকাশ করা, সমোচ্চারিত ও ভিন্নার্থক শব্দ খুঁজে বার করা, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈতর ধারণার প্রয়োগ প্রভৃতি।

পাঠ্য পুস্তকের ভাবমূল : রূপময় প্রকৃতি ও কল্পনা

কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য

মৌখিক (বলা ও পড়া)

* সুস্পষ্ট সুন্দর পাঠ করতে পারা।
* পাঠ্য যে কোন বিষয়ে, পাঠ-বহির্ভূত যে কোন বিষয়ে নোটিশ, প্রাচীরপত্র ইত্যাদি
* আলাপ -আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারা।
* অপরিচিত পরিবেশেও কথাবার্তা বলতে পারা।
* জানা বিষয়ে সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারা।
* বির্তকে অংশ নিতে পারা।
* কথায় যুক্তি প্রয়োগ করতে পারা।
* খবর শুনে বা দেখে মন্তব্য করতে পারা।
* বলা বা বোঝানোর সময় মান্যভাষা ব্যবহার করতে পারা। স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কৌশলে বা ভঙ্গিতে বা রীতিতে বলতে পারা।
* মুখে মুখে প্রশ্ন তৈরি করতে পারা।

  শিল্পকর্ম, খেলাধুলো সহ সৃজনাত্মক কাজগুলোর করণ-কৌশল, প্রয়োজন ইত্যাদি বুঝিয়ে বলতে পারা।
* সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা যথাযথ ভাব অনুসারে পড়তে পারা।
* লোককথা, রূপকথা, ছড়া, প্রবাদ ধাঁধা ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির নানান সম্পদ গুছিয়ে বলতে পারা।
* অভিনয় দেখে ও বুঝে সে সম্পর্কে বলতে পারা।
* চার্ট, মানচিত্র, মানসচিত্র দেখিয়ে সেই সম্পর্কে বলতে পারা।

লিখিত (লেখা)

* জানা বিষয়ে স্বচ্ছভাবে লিখতে পারা।
* লেখায় মান্যভাষা যথাযথ ব্যবহার করতে পারা।
* খবর, বক্তব্য, বির্তক সহ অজানা অপরিচিত বিষয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও অংশ লিখে রাখতে পারা।
* প্রশ্ন তৈরি করে (জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-দক্ষতাধর্মী) নিজেই তার উত্তর লিখতে পারা।

* ডায়েরি বা দিনলিপি রাখতে পারা।
  ছোটো ছোটো পত্র (চিঠি), বিজ্ঞপ্তি প্রাচীর পত্র ইত্যাদি লিখতে পারা।
* হাতে লেখা পত্রিকা তৈরি করতে পারা।
* যতিচিহ্নের প্রয়োগ সহ শ্রুতলিখন নিতে পারা।
  সম্পর্কে ছোটো ছোটো প্রতিবেদন তৈরি করতে পারা।
* প্রতি পর্বে অন্তত একটি করে প্রদর্শনী করে তার লিখিত বিবরণ দিতে পারা।
* কল্পনা করে লিখতে পারা, বিষয়ানুসারী কিছু লেখা
* অনুবাদ করতে পারা।
* বাক্যের অন্তর্গতপদ সম্পর্কে বুঝে সেগুলি যথাযথ ব্যবহার করতে পারা।
* শব্দকোষ তৈরি করতে পারা (অভিধানের সাহায্যে)

বোধ ও প্রয়োগ

শিক্ষার্থী দেখা, শোনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষজাত অভিজ্ঞতা থেকে একক ও সমবেতভাবে জ্ঞান গঠন করবে এবং জ্ঞান ও বোধের স্তর পেরিয়ে লব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করতেও শিখবে। এইভাবে তার সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী ক্ষমতারও প্রসার ঘটবে। সাধারণ বোধের চর্চার মাধ্যমে পরিপার্শ্ব ও পরিস্থিতিকে অনুধাবন ও ব্যাখা করার ক্ষমতাও তৈরি হবে।

শিল্পকর্ম, সৃজনাত্মক কর্মকান্ডগুলি প্রথম ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতেই হবে

পাঠ্যপুস্তকে যে যে বিষয়ে লক্ষ রাখা হয়েছে

* সহজ ও সচিত্র।
* বিষয়বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত নয়।
* পাঠক্রম পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী ও বাস্তবানুগ, আধুনিক।
* শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তরের বিষয়টি ভাবনায় রেখে তৈরি।
* জ্ঞানের জন্য, কর্মদক্ষতা অর্জনের জন্য, প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য একত্রে বাঁচতে শেখা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।
* মনীষীদের চিন্তাধারা ও শিক্ষাদর্শের প্রতিফলন।
* শ্রেণিদিবসের সঙ্গে সংগতি।
* পরিবেশ সচেতনতা, স্বাস্থ্য, অভ্যাস, লিঙ্গ-সাম্য, মূল্যবোধের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
* শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতা।
* সৌন্দর্যবোধের জাগরণ।
* মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা—সমানাধিকার।
* ঘরের ভাষাকে চলিত মান্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারা।
* কোনো নতুন বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা লাভ।

মৌখিক : শোনা-বোঝা-বলা

যুক্তাক্ষর চেনা ও বলতে পারা, বর্ণনা, বিবরণ, কথার খেলা, শব্দছক, ধাঁধাঁ, অপরিচিত পরিবেশের কথাবার্তা—শুনে-বুঝে নিজের ভাষায় বলতে পারা, গল্প বলা-কবিতা আবৃত্তি করা—

পড়া/লেখা

বই পড়তে পারা, স্পষ্ট উচ্চারণে, যতিচিহ্ন ঠিক রেখে অন্যান্য বই পড়ার সামর্থ্য ও আগ্রহ, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা, শব্দ-বাক্য-শ্রুতলিখন, নির্দেশিত বিষয়ের উপর কিছু লিখতে পারা, বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারা, বর্ণবিশ্লেষণ করতে পারা।

শব্দার্থ, শূণ্যস্থান পূরণ, বিপরীতার্থক শব্দ, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, অন্ত্যমিল, খোঁজা, একই ধরনের ধ্বনির উচ্চারণ দিয়ে নতুন শব্দ লেখা।

* বিভিন্ন অঞ্চলের কাহিনির মাধ্যমে মানুষের জীবনচর্চা, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়।

পাঠ্য নির্বাচনের ক্ষেত্র

(১) স্বনামধন্য বিখ্যাত লেখক কবি সাহিত্যিকদের /লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁদের লেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি।

(২) গল্প-রূপকথার মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, সাহসিকতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দেশের প্রতি ভালোবাসা, বিজ্ঞান মনস্কতা, কল্পনাশক্তির জাগরণ, মজা ও হাসির ছড়া এবং দেশাত্মবোধক, প্রকৃতি বিষয়ক, লোকজীবন-নির্ভর গান— প্রভৃতির মাধ্যমে সাহিত্য রসবোধের সৃষ্টি করা হয়েছে।

* মনীষীদের জীবনকথা—(যেমন 'মাস্টারদা') * ধ্রুপদী সাহিত্য— (যেমন 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর')।

* সমস্ত মানুষকে মর্যাদাদান আর গণতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়েছে।

* পঞ্চম শ্রেণির বইটিতে নানা ছড়ায়, কবিতায়, গানে, গল্পে, নাটকে তুলে ধরা হয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্য, লাবণ্য, এবং ঋতু পরিবর্তনের বৈচিত্র্য, আর তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মানব মনের বহুমাত্রিক কল্পনা। শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণির বইতে পড়বে রূপকথা, বন্ধুত্ব আর সহানুভূতির গল্প, আদিবসীদের জীবনকথা, প্রকৃতি, স্বদেশ, স্বাধীনতা বিষয়ক গান, বিপ্লবী চরিত কথা, উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের আখ্যান আবার দক্ষিণবঙ্গের প্রান্তিক মানুষদের কঠোর জীবন সংগ্রামের বিবরণ। এছাড়াও বইটিতে রয়েছে তরুণের স্বপ্ন, মজার ছড়া, শিক্ষামূলক কবিতা এবং সর্বোপরি খেয়ালি কল্পনার প্রশস্ত, মুক্ত, সমৃদ্ধ জগৎ। বইটিকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, এর 'হাতে-কলমে' অংশগুলিকে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে মুখস্থবিদ্যার চর্চা থেকে শিক্ষার্থী সরে আসতে পারে। বইটি-স্ব-শিখনের পথে তাদের এগিয়ে দেবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব তাদের মধ্যে গড়ে তোলার পাশাপাশি ব্যক্তিগত দক্ষতা অর্জনের পথেও সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

প্রস্তুতি বইটিতে ব্যাকরণ চর্চার মধ্যে রয়েছে বানান-বিধি পরিচিতি, সমার্থক শব্দ পরিচিতি, বিশ্যেয্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া প্রভৃতি শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত, বাক্যে তাদের ব্যবহার শেখা, বাক্য রচনা করা, বিপরীতার্থক শব্দ তৈরি, বাক্যের শ্রেণিবিভাগ, ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে ধারণা, একাধিক বাক্যকে একসঙ্গে জুড়ে লেখা বা একটি বাক্যকে আলাদা আলাদা বাক্যে ভেঙে লেখা, একটি ও তার বেশি শব্দের বাক্য তৈরি, একই অর্থের অন্য শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নেওয়া, এক কথায় প্রকাশ, প্রায়-সমোচ্চারিত, সমোচ্চারিত ও ভিন্নার্থক শব্দ খুঁজে বের করা, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈতর ধারণা ও তার প্রয়োগ প্রভৃতি জরুরি প্রসঙ্গ। এছাড়াও প্রতিটি পাঠের শেষে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতামূলক প্রশ্নের সম্ভার সুচিন্তিতভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

পাঠগুলির সঙ্গে ঋতু পর্যায়ের একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার স্বাধীনতা দিবসের প্রেক্ষিতে 'মাস্টারদা' গদ্যাংশটি পড়ানোর জন্য বিবেচিত হতে পার। পাঠ্যপুস্তকের বিন্যাসটিই এমন যে সময়ের সঙ্গে বিষয়ের পারম্পর্য রক্ষা করে পঠন-পাঠন চলবে। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের জীবন অভিজ্ঞতা, চারপাশের প্রকৃতি আর বিস্তৃত বিশ্বভুবনকে যুক্ত করার চেষ্টায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়কের ভূমিকা নিতে হবে। এছাড়াও বইটিতে রয়েছে 'বই পড়ার কায়দা কানুন'। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল ধারণাগুলি পঞ্চম শ্রেণি থেকে প্রতিটি ধাপে ছোটোদের উপযোগী করে পরিবেশন করা হবে। এই শ্রেণিতে বিভিন্ন রকম বই ও তাদের যত্ন কীভাবে নিতে হবে সে সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি সংযোজিত হয়েছে 'বই পড়ার ডায়েরি' অংশটি। সেদিকেও শিক্ষক-শিক্ষিকা লক্ষ রাখবেন।

১) বইটির সমস্ত রচনাই চলিত ভাষায় লেখা। কোনো সাধুরীতিতে লেখা গদ্য অথবা কবিতাকে চলিতে রূপান্তরিত করে মূল রচনার বিকৃত, অনভিপ্রেত রূপটিকে লেখকের নামে মুদ্রিত করার চেষ্টা করা হয়নি।

২) শিক্ষার্থীর মানসিক ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরকে লক্ষ রেখে বিষয়বস্তু, ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচুর অজানা শব্দের অর্থ জানানো হয়েছে।

৩) বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করতে, শিক্ষার্থীর রুচিকে জাগিয়ে তুলতে ও নান্দনিকতার প্রতি লক্ষ রেখে বইগুলিকে সুসজ্জিত সুচিত্রিত করা হয়েছে।
৪) বিভিন্ন ভাগে প্রশ্ন ও ভাষার আলোচনা বিষয়ক প্রশ্নাবলী দেওয়া রয়েছে।
৫) প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান লেখকদের রচনার পাশাপাশি তাঁদের সাহিত্যজীবন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে ।
৬) শিক্ষার্থীর মধ্যে সাহিত্য রসবোধ ও সৌন্দর্যচেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।
৭) বইটিতে সাহিত্য পরিবেশনে পাশাপাশি শিক্ষার্থীর ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বোধ ও জ্ঞানের প্রসারের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।
৮) কাজ/শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে।
৯) নিজের অভিজ্ঞতা, কোনো ঘটনা /চিত্রকে ভাষায় প্রকাশ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।
১০) পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে রূপকথার গল্প ও নাটক রাখা হয়েছে।
১১) শিক্ষার্থীরা অন্য গানের পাশাপাশি বইটিতে দেওয়া গানগুলিও গাইতে শিখবে/ স্পষ্ট উচ্চারণে ছন্দবোধ সহ ঐকতান সৃষ্টিতে প্রয়াসী হবে।
১২) বিভিন্ন জীবিকা সম্পর্কে জানবে ও সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠবে।
১৩) মনীষীদের জীবনকথা পড়বে।
১৪) প্রচলিত গল্পকথার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
১৫) সমধর্মী অন্যান্য রচনা একই গুচ্ছে পড়তে পারবে যাতে ধারণার সুদৃঢ়করণ ঘটবে।
১৬) কল্পনা প্রবণতা উৎসাহিত হবে।
১৭) পরিবেশ সচেতনতা লাভ করবে।
১৮) মূল্যবোধের শিক্ষা পাবে।
১৯) সুশিক্ষা পাবে, সৎ আচরণ শিখবে।
২০) দেশপ্রেম জাগ্রত হবে।
২১) প্রকৃতিবোধ গড়ে উঠবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা যে যে বিষয়ে যত্নবান হবেন

* আকর্ষণীয় গল্প বলুন, শিক্ষার্থীকে গল্প বলতে উদ্বুদ্ধ করুন।
* আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি করুন।
* সৃজনাত্মক কাজে উৎসাহ দিন।
* উৎসব, ভ্রমণ, মেলা, প্রদর্শনী দেখতে উৎসাহ দিন— সে বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান ঘটতে দিন।
* খেলাধুলো, আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, গল্প বলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করুন।
* নিজে লিখে বা সংগ্রহ করে তাদের উপযোগী কবিতা-গল্প পড়তে দিন যাতে শিখন প্রক্রিয়াটি প্রাণময় ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।
* শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও তার ইতিবাচক মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি দিন।
* প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিন।
* কথা বলার প্রবণতাকে উৎসাহ দিন।
* শিক্ষার্থীদের মৌলিক লেখার প্রতি গুরুত্ব দিন।
* কোথাও বেড়াতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা, বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে কয়েকটি বাক্য স্বাধীনভাবে লেখা, কোনো পড়া/শোনা গল্পকে বড়ো/ছোটো করে বলা/ লেখা অভ্যাস করান।
* শিশুদের উপযোগী পত্রপত্রিকা পড়তে দিন।
* লক্ষ রাখুন যাতে তারা উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার শেখে, বানান যাতে শুদ্ধ হয়, উচ্চারণ যাতে যথাযথ ও স্পষ্ট হয়, ছেদ-যতি সহ পড়তে পারে, সৃজনশীল কাজে উৎসাহ পায়—সংযুক্ত বর্ণের পরিচিতি ও উচ্চারণ সম্পর্কে দক্ষ হয়, হাতের লেখা যাতে স্পষ্ট হয়।
* অবশ্যই শ্রুতলিখন অভ্যাস করাবেন। সঙ্গে রচনার ভাবসম্বলিত ছবি আঁকতে দিন।

English (2nd Language)

Competency: Observing and Identifying

- Observing pictures and photos and identifying important historical personalities like Rammohan, Vidyasagar, Derozio, Vidyasagar etc. or famous poets like Nazrul. Rabindranath etc.
- Observing and identifying important social workers like BegumSakhawat, Vivekananda etc. or famous sports persons like KapilDev, P.T.Usha etc.
- Observing famous incidents and explorations like India's expedition to space, winning the first cricket world cup, Tenzing Norgay's Everest expedition etc.
- Observing and identifying important historical monuments like the TajMahal, Hzarduari palace, the Charminar, Konark sun temple, etc. in pictures and photos or other form of visuals(like video) and preparing a mind-map with words related to the monument.
- Observing the various cultures of our country in the form of visual and performing art.
- Observing and identifying cultural and literary heritage.

Competency: Listening-Speaking

- Listening to rhymes and poems (e.g. poems of Edward Lear, Lewis Carroll etc.) for joyfulexperience
- Reciting popular rhymes with gestures and actions for creativity and aesthetic experience
- Listening to stories from' BetalPanchabingshati','Vikramaditya and32 Sinhasans' ,stories of Birbal or any other popular regional story or legend and interpreting through interaction
- Story-telling with the help of pictures. Students sit in groups and match pictures with sentence-cards. (E.g.Lesson 9)
- Listening and participating in a patriotic song like 'we shall overcome' etc.
- Participating inrole-play: Students enact the characters in the fables/folk tales or stories.
- Participating in a Quiz: Students sit in groups. The groups may be named after eminent persons/places/ historical monuments. Teacher engages them in a quiz competition asking very short questions in English on various subjects [ranging from history to science] that they have learnt. One word answer has to be accepted and the group has to awarded
- Interpreting a puzzle or a riddle
- Participating in a Language game: Students tell each other how to reach a particular destination with the help of a map, as in 'Let's Talk' of Lesson3.
- Participating in an interaction and asking questions to peer with the help of supportive material
- Participating in a conversation narrating personal feelings and experience; e.g. 'Let's Talk'.

Competency: Reading

1) Reading and enjoying the following rhymes and poems for aesthetic experience:

a) There once were two cats of Kilkeny

b) Timed out

c) How many miles still, to the top?

d) There was an old man on the border

e) There was an old man with a beard

f) The crocodile

g) You don't always have to be in the lead
h) Zoom, zoom, zoom
2) Reading stories from Jataka for value education
3) Reading personal narratives of eminent persons like extract from Satyajit Ray's'JokhonChotochilam'
4) Reading narrative and descriptive writings

Competency: Aesthetic and Creative expression

- Making ascrap book of Indian sports persons
- Drawing pictures of seasonal activities
- Preparing a poster with pictures
- Creating designs
- Creating a story from a series of pictures
- Making a puppet with no-cost, low cost materials
- Making a chart
- Making a stamp album
- Making a model of a school
- Ability to make a route map

Competency: Grammar and Vocabulary

- Participating in activities for developing grammatical skill on gender and number
- Ability to use adjectives
- Ability to use punctuations in sentences
- Ability to differentiate Subject and Predicate
- Ability to use Possessive pronouns
- Ability to use past tense (-ed words)
- Ability to use present continuous tense in sentences
- Use of wh- words in framing questions
- Ability to use articles meaningfully in sentences
- Use of Nouns and ability to differentiate between common noun and proper noun
- Use of prepositions in sentences
- Differentiating personal and possessive pronouns
- Use of –s in third person singular number in present tense
- Ability to differentiate between 'can' and 'cannot'
- Use of linkers in sentences
- Use the adverb of manner
- Ability to do crossword puzzle
- Ability to explore words in a maze
- Ability to explore the odd-man-out
- Ability to experiment and make words by joining syllables
- Ability to enlist words in alphabetical order
- Identifying opposite words

Competency: Writing

- Ability to encode information and fill up chart
- Ability to solve a problem in a puzzle or crossword
- Ability to decode information from a grid and write a paragraph
- Ability to write answers for reading-comprehension questions
- Ability to write a short description of an eminent person
- Ability to narrate an activity
- Developing the skill of sequencing
- Ability to write a short paragraph using adjectives
- Ability to narrate a personal experience in about ten sentences
- Ability to describe oneself or his/her school
- Ability to write a dialogue
- Ability to write a story

Textbook:-'Butterfly: English Text book for class V'

(New edition published by W.B.B.P.E.)

Syllabus For Three Summative Evaluation

1st Summative

1. Revision lesson (22 periods)
2. Lesson -1: India: Superpower in Cricket (22 periods)
3. Lesson-2: A feat on feet (18 periods)

2nd Summative

4. Lesson-3: Phulmani's India(22 periods)
5. Lesson-4: Memory in marble (12 periods)
6. Lesson-5: My school days(16 periods)
7. Lesson-6: The clever monkey (18 periods)
8. Lesson-7The rebel poet(16 periods)
9. Lesson-8: Buildings to remember(12 periods)

3rd Summative

10. Lesson-9: Bird's eye (10 periods)
11. Lesson-10: A Great Social Reformer (10 periods)
12. Lesson-11: The Finishing point (12 periods)
13. Lesson-13: Beyond barriers (10 periods)

গণিত

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি ও কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য

প্রথম পর্ব (পাঠ্যসূচি /শিখনসূচি/সামর্থ্যসূচি)

১) পূর্বপাঠের পুনরালোচনা :

৯৯৯৯ পর্যন্ত স্থানীয় মান লেখা, অঙ্কে ও কথায় লেখা, সংখ্যার ছোটো, বড়ো বিচার। চার অঙ্কের সংখ্যার যোগ, বিয়োগ ৯৯৯৯ পর্যন্ত, তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক ও দুই অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে চার অঙ্কের সংখ্যার ধারণা, তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা, একই হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের ছোটো বড়ো ধারণা, একই হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ ও যোগফল এক থেকে কম বা ১-এর সমান, দুটি সংখ্যার গুণনীয়ক ও গুণিতক নির্ণয়, মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যার ধারণা, ঘনবস্তুর সমতল ও বক্রতল সম্বন্ধে ধারণা।

২) পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যার ধারণা গঠন করতে পারা।

* পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যা প্রয়োজন বোধ তৈরি করা। (চার অঙ্কের দুটো সংখ্যা যোগ করার সময় বা চার অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে তৈরি বাস্তব সমস্যা সমাধানের সময় পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা প্রথম আসতে পারে।)
* পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যা অঙ্কে ও কথায় প্রকাশ করতে পারা।
* পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যার ছোটো, বড়ো বিচার করতে ও চিহ্ন দিয়ে ছোটো, বড়ো প্রকাশ করতে পারা।
* একটি পাঁচ / ছয় অঙ্কের সংখ্যা ও আর একটি এক / দুই / তিন / চার /পাঁচ / ছয় অঙ্কের সংখ্যার যোগ-বিয়োগ ও প্রাসঙ্গিক মানসাঙ্ক করতে পারা। (যোগফল ৯৯৯৯৯৯ বা তার চেয়ে কম হবে)
* একটি পাঁচ / ছয় অঙ্কের সংখ্যা ও আর একটি এক/দুই/তিন/চার/পাঁচ/ছয় অঙ্কের সংখ্যার যোগ-বিয়োগ বিষয়ক বাস্তব সমস্যা তৈরি করা ও সমাধান করা ও প্রাসঙ্গিক মানসাঙ্ক করতে পারা।
* পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যাকে এক/দুই অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে, তিন অঙ্কের সংখ্যাকে তিন অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ করা, প্রাসঙ্গিক মানসাঙ্ক, বাস্তব সমস্যা সমাধান করা। (গুণফল ৯৯৯৯৯৯ বা তার চেয়ে কম হবে)।
* পাঁচ ও ছয় অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা, প্রাসঙ্গিক মানসাঙ্ক করতে পারা ও বাস্তব সমস্যা তৈরি করে সমাধান করতে পারা।

৩) এক অঙ্ক ও দুই অঙ্কের দুটি বা তিনটি সংখ্যার গ.সা.গু. ও ল.সা.গু. করতে শেখা।

* ছোটো ছোটো বাস্তব সমস্যার মানসাঙ্ক, চিত্র ও সক্রিয় কাজ দিয়ে দুটি সংখ্যার গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বিষয়ক ধারণা গঠন করা।
* দুটি সংখ্যার উৎপাদক নির্ণয়ের পর সবচেয়ে বড় সাধারণ উৎপাদক বেছে নিয়ে গ.সা.গু. করতে শেখা।

সাধারণ গুণনীয়ক এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'সা. গু.' একথা বোঝা সহজ করার জন্য দুটো সংখ্যার 'গ.সা.গু.' নির্ণয়ের কিছু কাজ থাকলে সুবিধা হতে পারে। দুটো এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে শুরু হবে। তারপর একটা বা দুটো এক অঙ্কের সংখ্যা ও একটা দুই অঙ্কের ছোট সংখ্যা নিয়ে গ.সা.গু. নির্ণয় করবে। তারপর দুটো বা তিনটি ছোটো ছোটো দুই অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে গ.সা.গু. নির্ণয় করবে।

* দুটি সংখ্যার মৌলিক উৎপাদকগুলি নির্ণয় করার পর সাধারণ মৌলিক উৎপাদকগুলি গুণ করে গ.সা.গু. নির্ণয় করতে শেখা।
* ভাগ পদ্ধতিতে দুটি সংখ্যার গ.সা.গু. নির্ণয় করতে শেখা।

এক অঙ্কের দুটো সংখ্যা দিয়ে শুরু করে ক্রমে দুই অঙ্কের দুটো /তিনটে সংখ্যা নিয়ে গ.সা.গু. নির্ণয় করবে।

* দুটি সংখ্যার গ.সা.গু. নির্ণয় করে সমাধান করার যোগ্য নানা বাস্তব সমস্যা তৈরি করতে পারা ও সমাধান করতে পারা।
* ছোটো ছোটো বাস্তব সমস্যা দিয়ে মানসাঙ্ক, চিত্র ও সক্রিয় কাজ দিয়ে দুটি সংখ্যার লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বিষয়ক ধারণা গঠন।

* দুটি সংখ্যার সাধারণ গুণিতকগুলির মধ্যে থেকে সবচেয়ে ছোটোটি বেছে নিয়ে ল.সা.গু. করতে শেখা।

সাধারণ গুণিতকের-এর সংক্ষিপ্ত রূপ ''সা.গু.'' একথা বোঝা সহজ করার জন্য দুটো সংখ্যার 'গ.সা.গু' নির্ণয়ের কিছু কাজ থাকলে সুবিধা হতে পারে।

দুটো এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে শুরু হবে। তারপর একটা এক অঙ্কের সংখ্যা ও একটা দুই অঙ্কের ছোটো সংখ্যা নিয়ে ল.সা.গু নির্ণয় করবে। তারপর দুটো ছোটো ছোটো দুই অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে ল.সা.গু. নির্ণয় করবে।

* দুটি সংখ্যার মৌলিক উৎপাদকগুলি নির্ণয় করার পর সাধারণ উৎপাদকগুলি গুণ করে গুণ ও গুণফলের সঙ্গে অন্য উৎপাদকগুলি গুণ করে ল.সা.গু. নির্ণয় করতে শেখা।
* সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে দুটি/তিনটি সংখ্যার ল.সা.গু. নির্ণয় করতে শেখা।
* উপরোক্ত তিন পদ্ধতিতে ল.সা.গু নির্ণয়ের তুল্যতা উপলব্ধি করতে শেখা।
* দুটি সংখ্যার ল.সা.গু ও গ.সা.গু.-এর গুণফল সংখ্যা দুটির গুণফলের সমান একথা উপলব্ধি করা।

৪) তিন বন্ধনী যুক্ত ও এক অঙ্কের পূর্ণসংখ্যা সম্বলিত রাশির পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া শেখা

* তিন বন্ধনী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোঝার উদাহরণ দিয়ে ও মানসাঙ্কের মাধ্যমে অতিরিক্ত চিহ্নের প্রয়োজন উপলব্ধি করা।
* ছোটো ছোটো (এক/দুই অঙ্কের) পাঁচ/ছয়/সাতটা সংখ্যা দিয়ে যোগ/বিয়োগ/গুণ/ভাগের যেকেনো তিন/চারটি প্রক্রিয়া প্রয়োগের সমস্যা তৈরি করা ও সমাধান করা।

৫) সামান্য ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ করতে শেখা।

* বাস্তব বস্তু সক্রিয় কাজ ও চিত্রের সাহায্যে হর অসমান এমন দুটো ভগ্নাংশ যোগ করতে শেখা।
* বাস্তব বস্তু, সক্রিয় কাজ ও চিত্রের সাহায্যে হর অসমান এমন দুটো ভগ্নাংশে বিয়োগ করতে শেখা।
* মানসাঙ্কের মাধ্যমে দুটি ভগ্নাংশের হর সমান করার জন্য দুটি হরের সাধারণ গুণিতকের ধারণা গঠন।
* ভগ্নাংশের হর -সমান করার জন্য হরগুলোর ল.সা.গু. নির্ণয় করার সুবিধা উপলব্ধি করা।
* ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগের বাস্তব সমস্যা তৈরি করা ও সমাধান করা।

দ্বিতীয় পর্ব (পাঠ্যসূচি /শিখনসূচি/সামর্থ্যসূচি)

৬) সামান্য ভগ্নাংশের প্রকারভেদ করতে শেখা

* অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ও মিশ্র ভগ্নাংশের ধারণা গঠন।
* অপ্রকৃত ভগ্নাশকে মিশ্র ভগ্নাংশে ও মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করতে শেখা।
* অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ।

সহজ থেকে কঠিন পদ্ধতি,

৭) সংখ্যা, গাণিতিক প্রক্রিয়া, আকার, ভাষা ইত্যাদি প্যাটার্ন বুঝতে ও নানা রকম মজার অঙ্ক তৈরি ও তার সমাধান করতে শেখা।

* তিন, চার ও আরো বেশি অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে নানা রকম খেলা করা।
* ল.সা.গু. ও গ. সা.গু. নিয়ে নানা মজার খেলা করা।
* ভগ্নাংশ বিষয়ক নানা সংখ্যা ও প্রাসঙ্গিক আকার নিয়ে নানা রকম খেলা করা।
* বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালার সঙ্গে নানা সংখ্যাকে সম্পর্কিত করে নানা মজার খেলা করা।

৮) পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত ধারণা গঠন করা

* আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সূত্র গঠন করা।
* ক্ষেত্রফলের প্রাথমিক ধারণা গঠন করা।

একক বর্গ গঠন ও অনেকগুলো একক বর্গের সংখ্যা গুনে মোট ক্ষেত্রফল বিষয়ক বোধ গঠন। সংখ্যার বর্গ ও এককের বর্গের প্রাথমিক ধারণা গঠন।
একক বর্গ জালি ব্যবহার করে জায়গার পরিমাণ মাপার ধারণা গঠন, বাস্তব ক্ষেত্রে জায়গার পরিমাণ মাপা।

* পরিসীমা নয় ক্ষেত্রফলই জায়গার পরিমাপ এই বিষয়ের ধারণা গঠন ও বাস্তব উদাহরণের আলোচনার মাধ্যমে সেই ধারণা দৃঢ়ীকরণ।
* ক্ষেত্রফল ও পরিসীমা বিষয়ক বাস্তব সমস্যা গঠন ও তার সমাধান করা।

৯) সংখ্যার বর্গ বিষয়ক ধারণা গঠন করা।

* সক্রিয় কাজ, ছবি ও মানসাঙ্ক দিয়ে শুরু করে সংখ্যার বর্গের ধারণা গঠন।
* এক অঙ্ক ও দুই অঙ্কের সংখ্যার বর্গ করা দরকার এমন নানা রকম সজ্জা সংক্রান্ত বিষয়ের বাস্তব সমস্যা তৈরি করা ও তার সমাধান করা।
* বর্গমূলের প্রাথমিক ধারণা।

১০) দশমিক ভগ্নাংশের মানের তুলনা ও যোগ বিয়োগ করতে শেখা

* সক্রিয় কাজের মাধ্যমে শতাংশের (.০১) ধারণা গঠন।

১০০ টা একক বর্গ বিশিষ্ট লেখচিত্র ব্যবহার করে শতাংশের ধারণা গঠন করায় সাহায্য করা যেতে পারে।

* ১০০ দিয়ে ১ কে ও অন্যান্য পূর্ণ সংখ্যাকে ভাগ করা প্রসঙ্গে দশমিক ভগ্নাংশের সঙ্গে শতাংশের ধারণার সম্পর্ক স্থাপন করতে শেখা।
* শতাংশ সমন্বিত দুটো দশমিক ভগ্নাংশের মানের তুলনা করতে শেখা ও ছোট-বড় লিখতে শেখা।

১০০ টা একক বর্গ বিশিষ্ট লেখচিত্র ব্যবহার করেই ধারণা গঠন করায় সাহায্য করা যেতে পারে।

* মানসাঙ্কের মাধ্যমে টাকা-পয়সা এর যোগ-বিয়োগ প্রসঙ্গে শতাংশ সমন্বিত দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, করতে শেখা।
* সহস্রাংশের (০.০০১) ধারণা গঠন।
* ১০০০ দিয়ে ১ কে ও অন্যান্য ছোট পূর্ণসংখ্যাকে ভাগ করা প্রসঙ্গে দশমিক ভগ্নাংশের সঙ্গে সহস্রাংশের ধারণার সম্পর্ক স্থাপন করতে শেখা।
* বাস্তব পরিমাপে কিলোগ্রাম-গ্রাম, কিলোমিটার-মিটার, লিটার-মিলিলিটার-এর যোগ বিয়োগ প্রসঙ্গে সহস্রাংশ সমন্বিত দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যার যোগ-বিয়োগ করতে শেখা।
* দুটি দশমিক ভগ্নাংশের মানের তুলনা করতে শেখা।
* দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশিত দুটি সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করার জন্য ঠিকভাবে লিখে যোগ-বিয়োগ করা।
* পূর্ণসংখ্যাকে ১০, ১০০, ১০০০ দিয়ে ভাগ করায় দশমিক বিন্দুর স্থানান্ত র ধারনা গঠন।

১১) বিন্দু, রেখা, রশ্মি, রেখাংশ, কোণের ধারণা গঠন

* বাস্তব উদাহরণ থেকে বিন্দু, রেখা, রশ্মি, রেখাংশ, কোণের ধারণা গঠন করা ও নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের রেখাংশ আঁকতে শেখা।
* দুটি রেখা /রেখাংশের ছেদবিন্দুতে উৎপন্ন চারটি কোণ থেকে কোণের ধারণা গঠন, কোণের চিহ্ন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা।
* চাঁদার সাহায্যে কোণের পরিমাপ করতে শেখা।
  কেউ ভুলভাবে চাঁদা বসালে তাকে ঠেকে শিখতে দিতে হবে। যে ঠিকভাবে বসিয়েছে তার মাপের সঙ্গে ভুলভাবে বসানোয় মাপের কী পার্থক্য হচ্ছে তা দেখতে দিতে হবে।
* বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে সমকোণ, সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ, সরলকোণ সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে শেখা ও সমকোণের চিহ্ন সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা।

  বিভিন্ন সময়ে ঘড়ির দুটো কাঁটার মাঝের কোণ সমকোণ, সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ, সরল কোণ হয়। দরজার ফ্রেমের কাঠ পরস্পরের সঙ্গে সমকোণে থাকে। ঘরের চালের দু দিকের ঢাল স্থূলকোণে থাকে। এইসব ধারণা কাজে লাগতে পারে।

১২) চিত্র লেখ এর সাহায্যে তথ্য প্রকাশ (Pictograph)

* বাস্তব উদাহরণ থেকে চিত্র লেখ-এর ধারণা গঠন করা।

তৃতীয় পর্ব (পাঠ্যসূচি /শিখনসূচি/সামর্থ্যসূচি)

১৩) ঐকিক নিয়ম (ভগ্নাংশ বাদে ব্যস্তভেদ বিষয়ক উদাহরণ) প্রয়োগ করতে শেখা

* বাস্তব সমস্যার চিত্র ও মানস-চিত্র গঠন করে প্রাসঙ্গিক ধারণা গঠন করা।

১৪) ত্রিভুজ ও বৃত্ত বিষয়ে কিছু ধারণা গঠন

* ত্রিভুজের তিনটি কোণের মাপ (চাঁদার সাহায্যে) ও তিনটি কোণের সমষ্টি তা আবিষ্কার করা। মাপের ত্রুটির জন্য যোগফল ১৮০ ডিগ্রির চেয়ে ১/২/৩ ডিগ্রি কম/বেশি হবে। অনেকগুলো ত্রিভুজ নিয়ে পরিমাপ করার পর গড়ের ধারণা কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থী দেখবে যে যোগফলের গড়মান ১৮০ ডিগ্রির খুব কাছাকাছি। ত্রিভু জ আকৃতির কাগজ থেকে তিনটে কোণ কেটে নিয়ে ঠিকভাবে সাজিয়ে দেখবে যে তিনটে কোণ মিলে একটা সরলকোণ হচ্ছে।

* কোণ ভেদে ত্রিভুজের নামকরণ করতে শেখা।

কোণের নাম শেখার পর ত্রিভুজের এই নামকরণ কঠিন নয়। ত্রিভুজ এঁকে তার বিশেষ কোণকে দেখিয়ে ত্রিভুজের কী নাম হতে পারে তা নিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নামকরণ করতে পারবে এমন আশা করা যায়।

বাস্তবে নানা ক্ষেত্রে বৃত্তের উল্লেখ করে বৃত্ত সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা।

মুদ্রা, বোতাম, টিপ, আংটা, বাটি-গ্লাস ইত্যাদির মুখ- এইসব বৃত্তাকার জিনিষের নাম ও ছবি আঁকার মাধ্যমে বৃত্ত সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে। শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে বৃত্তের ধারণা খুঁজবে।

* কম্পাস ব্যবহার করে বৃত্ত আঁকতে শেখা, বৃত্তের ব্যাসার্ধের ও কেন্দ্রের ধারণা গঠন করতে শেখা।

বইয়ের ছবিতে শুধু বৃত্ত দেখালে হবে না, কম্পাসের পেন্সিল কোথায় এবং অন্য প্রান্ত কোথায় থাকবে তা দেখাতে হবে।

* নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের বৃত্ত আঁকতে শেখা, বৃত্তের ব্যাসার্ধের ধারণা বাস্তবে প্রয়োগ করতে শেখা।

বাস্তবের নানা বস্তুর ক্ষেত্রে কোথায় বেশি ব্যাসার্ধের বৃত্ত কোথায় কম ব্যাসার্ধের বৃত্ত তা নিয়ে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা, বিভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্ত আঁকার কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণা সংহত করায় সাহায্য করা যেতে পারে।

* কম্পাসের সাহায্যে বৃত্ত এঁকে নানা রকম নকশা তৈরি করতে শেখা।

১৫) বিভিন্ন ধরনের ঘনবস্তু সম্পর্কে ধারণা গঠন করা।

* বিভিন্ন সুষম নিরেট ঘনবস্তু বিষয়ে ধারণা গঠন করা।

ঘনক, আয়তঘন, গোলক, নিরেট চোঙ, ফাঁপা চোঙ, প্রিজম, পিরামিড, শঙ্কু, অর্ধগোলক দেখিয়ে পরিচিত করা।

* বিভিন্ন অসম নিরেট ঘনবস্তু বিষয়ে ধারণা গঠন করা।

ঘনবস্তু বলতে শুধু সুষম ঘনবস্তু বোঝায় না–এই ধারণা গঠনের জন্য চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কে কতগুলো অসম ঘনবস্তুর নাম বলতে পারে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা হতে পারে। কোন অসম ঘনবস্তু কোন সুষম ঘনবস্তুর কাছাকাছি ধরনের বলতে বা লিখতে বলা যেতে পারে।

* বিভিন্ন সুষম ও অসম ফাঁপা ঘনবস্তু বিষয়ে ধারণা গঠন করা।

ঘনবস্তু বলতে শুধু নিরেট ঘনবস্তু বোঝায় না, ঘনবস্তু ফাঁপাও হতে পারে-এই ধারণা গঠনের জন্য ঘটি, বাটি, গ্লাস, মুখখোলা টিন ইত্যাদি চেনা জিনিস নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। কে কতগুলো ফাঁপাবস্তুর নাম বলতে পারে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা হতে পারে।

১৬) আকারের ছন্দ, সংখ্যার নানা রকম মিল, মজার অঙ্ক করা

১৭) ভগ্নাংশ, দশমিক ভগ্নাংশ তুল্যতা সম্পর্কিত গঠন করা

আমাদের পরিবেশ

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
১।	মানবদেহ	a) মানবদেহে ত্বকের গঠন ও গুরুত্ব।	* শিক্ষার্থীরা ত্বক সংক্রান্ত আলোচনার অংশগ্রহণ করবে। * শিক্ষার্থীরা ত্বকের গঠন সংক্রান্ত স্তরগুলিকে শনাক্ত করতে পারবে; ত্বকের বিভিন্ন বর্ণের কারণ বুঝতে পারবে। * বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ত্বক সংক্রান্ত নানা পরিবর্তন বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবে ও ত্বক সংক্রান্ত জ্ঞানকে সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। * ত্বকের পুরুত্ব মাপতে সমর্থ হবে। এর ভিত্তিতে দেহের বিভিন্ন স্থানের চামড়ার পার্থক্য করতে পারবে। * সহপাঠীদের ত্বক সংক্রান্ত সমস্যায় সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে এবং সহানুভূতি প্রদর্শণ করবে। * ত্বকের যত্ন করতে শিখবে ও দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন জন্তুজানোয়ারের চামড়াজাত সামগ্রী ব্যবহারের বিষয়ে সংরক্ষণমূলক মনোভাব দেখাবে।
		b) ত্বকের উপবৃদ্ধি- চুল, লোম,নখ।	* ত্বকের বিভিন্ন উপবৃদ্ধির উৎপত্তিস্থল শনাক্ত করতে পারবে। * মানুষ সহ বিভিন্ন জীবের ত্বকের উপবৃদ্ধির গঠন বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। * চুলের বৈচিত্র্যের কারণ, চুল পড়ে যাওয়ার কারণ জানতে পারবে। * নখের স্বাস্থ্য দেখে দেহের স্বাস্থ্য বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। * নখের যত্ন করতে পারবে। * বিভিন্ন জীবের ত্বকীয় উপবৃদ্ধির অভিযোজনগত গুরুত্ব অনুধাবণ করতে পারবে। * মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন জীবজন্তুর জীবনযাপন প্রণালীর পার্থক্য করতে পারবে।
		c) অস্থি, অস্থিসন্ধি, পেশি।	* বিভিন্ন আকৃতির হাড়ের অবস্থান বুঝতে পারবে। * হাড়ের কাঠিন্য, ভঙ্গুরতা নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। * হাড়ের পুষ্টি বিষয়ে মতামত জানাতে পারবে। * মানবদেহে মোট হাড়ের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। * হাড়গুলি কীভাবে যুক্ত থাকে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। * অস্থিসন্ধির গঠন, কার্য প্রণালী বুঝতে পারবে। * কঙ্কালের ছবি এঁকে অস্থিগুলি চিহ্নিত করতে পারবে। * পেশির সংখ্যা, গঠন, পুষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারবে। * বিভিন্ন অংশের কিংবা বিভিন্ন জীবের পেশি বৈচিত্র্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * পেশির কার্য সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবে। * পেশিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন কাল্পনিক ও সৃষ্টিশীল কাজে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
		d) মানবদেহের হৃৎপিণ্ড।	* স্টেথোস্কোপ বানাতে সবাই মিলে অংশগ্রহণ করবে। * হৃৎপিণ্ডের অবস্থান , আকৃতি ও গঠন বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবে। * হৃৎপিণ্ডের ছবি এঁকে এর কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংবহনতন্ত্রের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। * রক্তের গুরুত্ব অনুধাবন করে রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে সচেষ্ট হবে। * অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের হৃৎপিণ্ডের পার্থক্য করতে পারবে।
		e) মানবদেহে বায়ু ও জলবাহিত রোগ (যক্ষ্মা ও কলেরা) ।	* রোগ সংক্রমণে বায়ু ও জলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। * দূষণের সঙ্গে রোগ সংক্রমণের সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্ন করতে শিখবে। * আক্রান্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারবে। * মানবদেহে রোগের প্রবেশের ও চিকিৎসার ইতিহাস জানতে পারবে। * আক্রান্ত রোগীর প্রতি সমানুভূতি প্রদর্শন করবে ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। * রোগমুক্ত সমাজ গঠনে সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালন করবে। * রোগ প্রতিরোধের উপায় হাতে কলমে পরীক্ষা করে প্রয়োগ করতে পারবে।
২।	ভৌতপরিবেশ: মাটি	a) মাটির উপাদান।	* মাটির উপাদান গুলি সমবেত ভাবে পরীক্ষা করে চিহ্নিত করতে ও পার্থক্য করতে পারবে। * মাটির স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে। * বিভিন্ন প্রকার মাটি শনাক্ত করতে পারবে এবং কোন মাটির উৎপাদনশীলতা কেমন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। * বাড়ি তৈরির ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। * মাটির জল ধারণ ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে ও পরীক্ষা করে দেখতে পারবে। * মাটিতে উপস্থিত জীববৈচিত্র্য চিহ্নিত করতে পারবে। * মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সার প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে। * বিভিন্ন সারের উপাদান জানতে ও বিভিন্ন সার পার্থক্য করতে পারবে। * পরিবেশ সহায়ক সারকে চিহ্নিত করতে পারবে। * পলিথিন ও প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিকগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে ও মাটির ওপর এদের প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন করতে সমর্থ হবে। * মাটি পরিচর্যা করতে পারবে ও মাটিকে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হবে। * বিভিন্ন জৈবসার তৈরিতে আগ্রহী হবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
		b) মাটি ও খাদ্য উৎপাদন ।	* ধান ও চা চাষের উপযোগী মাটি চিনতে পারবে। * ধান চাষ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পরবে। * বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের উৎপন্ন ফসল সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। * মাটি সৃষ্টির ধাপ গুলির সঙ্গে পরিচিত হবে ও প্রশ্ন করতে সমর্থ হবে। * খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। * খাদ্যশৃঙ্খল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করবে। * শক্তির স্থানান্তরণ ও রূপান্তর বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে।
		c) মাটির ক্ষয়।	* সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলে মাটির ক্ষয়ের কারণগুলি চিহ্নিত করতে পারবে। * মাটির ক্ষয় ও ধসের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। * ধসের সম্ভাবনা কমাতে সমবেতভাবে বৃক্ষরোপণে ও পলিথিনের ব্যবহার কমাতে সচেষ্ট হবে। * ধস প্রবণ অঞ্চলের মানুষের প্রতি সমানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শনে সমর্থ হবে।
	ভৌত পরিবেশ : জল	a) স্থানীয় জলাশয়ের বৈচিত্র্য।	* অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হবে। * জলাশয়গুলির চরিত্র পার্থক্য করতে পারবে। * জলাশয়গুলির সৃষ্টির ইতিহাসের অনুসন্ধানের মাধ্যমে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবে। * জলাশয়ের সংখ্যা লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখাতে সমর্থ হবে।
		b) জলাশয়ের মানচিত্র।	* জলাশয়ের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ও ছবি আঁকতে সমর্থ হবে। * বিভিন্ন ধরনের জলাশয়কে বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে মানচিত্রে উপস্থাপন করতে সমর্থ হবে। * জলাশয়কে ঘিরে অঞ্চলের ভৌগোলিক চিত্রের পরিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। * অঞ্চলের বন্যার ঘটনা , চাষবাসে জলের ব্যবহার, পানীয় জলের উৎস, জলঘটিত বিবাদ সম্পর্ক সচেতন হবে।
		c) জলদূষণ ও শোধন।	* জলদূষণের উৎসগুলি শনাক্ত করতে সমর্থ হবে। * জলদূষণ রোধে অক্সিজেনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। * জলদূষণের সময় সংঘটিত বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবে। * জলদূষণের ফলে জলের কী কী পরিবর্তন হয় তা নিয়ে প্রশ্ন করতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে। * সমবেত ভাবে জল দূষণ রোধে প্রচেষ্টা গ্রহণে আগ্রহী হবে। * জলশোধনের প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক পদ্ধতির গুরুত্ব বুঝতেপারবে। * মাছচাষে দূষিত জলের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবে। * জলশোধনের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা সকলের কাছে পরীক্ষা করে দেখাতে সমর্থ হবে। * দূষিত জল থেকে কোন্ কোন্ রোগ হয় তা জানতে পারবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
		d) স্থানীয় ব্যবহার্য জলের উৎসের প্রকারভেদ ও মানচিত্র।	* জলাশয়ের আয়তন , ক্ষেত্রফল সম্পর্কে ধারণা করবে। * জলাশয়ের চারপাশের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য শনাক্ত করতে পারবে। * আঞ্চলিক পরিবেশ রক্ষায় জলাশয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে তা রক্ষায় সচেষ্ট হবে। * পৃথিবীর মোট জলের উৎসগুলি চিহ্নিত করতে পারবে। * মানুষের জল ব্যবহারের ইতিহাস জানতে পারবে।
		e) মাটির নীচের জল ও তার অপচয় ।	* মাটির নীচে জল সঞ্চয়ের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। * চাষের কাজে ভূগর্ভস্থ জলের অপরিমেয় ব্যবহারের ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে । * চাষের ধারা পরিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। * জল ব্যবহার নিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। * জল নষ্টের হিসেব করতে সমর্থ হবে।
		f) জলসংকট।	* জল সংকটের আবর্তে পড়া অঞ্চলের মানুষের প্রতি সমানুভূতি ও সহযোগিতা দেখাতে পারবে। * বৃষ্টির জল সংরক্ষণের বিভিন্ন দেশজ পদ্ধতির ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হবে। * নিজের বাড়িতে, বিদ্যালয়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখার সৃষ্টিশীল কাজে অংশগ্রহণ করবে। * জলাশয় ও জলাভূমির সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।
		g) আঞ্চলিক জলাভূমি ও জল সংরক্ষণের ইতিহাস ।	* পশ্চিবঙ্গের ঐতিহাসিক জলাভূমির নাম ও অবস্থানের সঙ্গে পরিচিত হবে। * জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সম্পর্ক প্রশ্ন করতে শিখবে। * পূর্ব কলকাতার জলাভূমির সৃষ্টির ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। * সমবেত ভাবে জলাভূমি সমীক্ষা করে রিপোর্ট তৈরি করতে পারবে।
	ভৌত পরিবেশ: জীববৈচিত্র্য	a) উদ্ভিদ ও প্রাণী ।	* পরিবেশের জড় ও সজীব উপাদান গুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে। * সূর্য যে সকল জীবজগতের শক্তির উৎস তা বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবে। * বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের উৎপাদক ও খাদক জীবদের শনাক্ত করতে পারবে। * বিভিন্ন জীবের প্রতি সমানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন করতে পারবে। * বিভিন্ন সভ্যতায় সূর্যের ভূমিকার কথা জানতে পারবে।
		b) বন্য ও পালিত জীব ।	* বন্য ও পালিত জীবের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে , ব্যাখ্যা করতে পারবে। * বন্য জন্তুর পালিত জীবে রূপান্তরের ইতিহাস জানতে পারবে। * স্থানীয় জীববৈচিত্র্যকে শনাক্ত করে তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। * জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আগ্রহী হবে ও বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে।
		c) স্থানীয় উদ্ভিদের খোঁজখবর।	* বিভিন্ন উদ্ভিদের বাসস্থান চিহ্নিত করতে পারবে। * বিভিন্ন উদ্ভিদের আকৃতি ও উপকার সম্পর্কে সমবেতভাবে পরীক্ষা করতে পারবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
		d) স্থানীয় প্রাণীর খোঁজ খবর e) মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী। f) স্থানীয় কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকর্ষণীয় আচার-আচরণ। g) স্থানীয় জীবের অবলুপ্তির কারণ।	* বিভিন্ন প্রাণীর বাসস্থান সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। * বাড়ির পোষা প্রাণী, বন্য প্রাণী সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে সমর্থ্য হবে। * বিভিন্ন পরিচিত ও অপরিচিত প্রাণীকে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিভুক্ত করতে পারবে। * সমবেতভাবে পরিচিত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আচার-আচরণ প্রত্যক্ষণ, তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও বিশেষ আচরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। * পরিচিত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ছবি আঁকতে উৎসাহিত হবে। * পরিচিত প্রাণীর সাপেক্ষে অপরিচিত প্রাণীদের আচার-আচরণ বুঝতে পারবে। * কোনো নির্দিষ্ট স্থানে কালের নিরিখে জীবের প্রাচুর্য ও সংখ্যার ক্রমহ্রাসমান চিত্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। * কোনো বিশেষ জীবের হঠাৎ করে সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণগুলি চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে। * বিরল হতে থাকা জীবদের সংরক্ষণের প্রচেষ্টা সমবেত ভাবে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হবে।
৩।	পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি	a) পশ্চিমবঙ্গের ভূমিরূপ ।	* উচ্চতা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের পার্থক্য করতে পারবে। * মানচিত্রে বিভিন্ন স্থানকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে। * বিভিন্ন ভূমিরূপ অঞ্চলের মাটির পার্থক্য শনাক্ত করতে পারবে।
		b) পশ্চিমবঙ্গের বন ও নদী ।	* আবহাওয়া, ভূমিরূপের পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের বনভূমির পার্থক্য বুঝতে পারবে। * নির্দিষ্ট প্রকার বনভূমির প্রধান প্রধান গাছ ও জীবজন্তুকে চিনতে পারবে। * বিভিন্ন ধরনের নদীর উৎস, গতিপথ ও মিলনস্থল চিহ্নিত করতে পারবে। * মানচিত্রে বিভিন্ন বনাঞ্চল ও নদীর গতিপথ দেখাতে সমর্থ হবে। * বনের উদ্ভিদ, প্রাণীর সমীক্ষার তথ্য লিপিবদ্ধ করতে পারবে। * বন, নদীর ছবি এঁকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারবে। * নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস জানতে পারবে। * বন নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির পরিচয় জেনে তা সংরক্ষণে উদ্যোগী হবে। * বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে।
		c) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সদর শহর ।	* পশ্চিমবঙ্গের জেলার সংখ্যা , সদর শহরের নাম, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরের নাম জানতে পারবে। * শহরের গড়ে ওঠার, সমৃদ্ধির ইতিহাস জানতে পারবে। * নদীর সঙ্গে শহর গড়ে ওঠার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। * বিভিন্ন মনীষীর কর্মকাণ্ড বাণিজ্য, শিল্প , শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্র , হস্ত ও কুটির শিল্প, ইত্যাদি সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের জীবনবোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। * আঞ্চলিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
৪।	পরিবেশ ও সম্পদ	a) সম্পদ সৃষ্টির উপাদান।	* সম্পদ সৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট উপাদানকে চিহ্নিত করতে পারবে। * বিভিন্ন উপাদানকে বিভিন্ন সময়ে কাজে লাগিয়ে মানবজাতির ইতিহাস কীভাবে ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তার ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবে। * বিভিন্ন উপাদানকে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা নান্দনিক সম্পদ সৃষ্টিতে আগ্রহী হবে।
		b) স্থানীয় মানুষের জ্ঞান সম্পদ ।	* লোকমুখে ও বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আগ্রহী ও উদ্যোগী হবে। * অলিখিত জ্ঞান সম্পদকে সংরক্ষণে সচেষ্ট হবে। * এই ধরনের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে।
		c) সংস্কৃতির ইতিহাস ।	* বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের উৎসব, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস জানবে ও তা পালনে আগ্রহী হবে। * বিভিন্ন মনীষীর জীবনকাল জেনে তাঁদের কর্মকাণ্ডকে নিজের জীবনে অনুসরণ করতে উদ্যোগী হবে। * মনীষীদের কর্মকাণ্ডকে সমাজের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দিতে সক্রিয় ভূমিকা সমবেতভাবে পালন করবে। * নিজের অঞ্চলের , জেলা রাজ্যের বাইরে দেশের অন্যান্য রাজ্য, অঞ্চলের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান- প্রদানে আগ্রহী হবে। * বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিবস পালনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে; এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে।
		d) আঞ্চলিক মানব ঐতিহ্য ।	* বিভিন্ন দেশের , রাজ্যের বিভিন্ন মানুষের সংগ্রাম কাহিনি , অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ , দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বলিদানের কাহিনির সঙ্গে পরিচিত ক্ষয় এ ধরনের কাজে নিজে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবে, এ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তুলবে এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা সংগ্রামের চিহ্ন সংরক্ষণে উদ্যোগী হবে। * রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যপূর্ণ হাতের কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল ও নান্দনিক কাজে নিজেকে যুক্ত করতে উদ্যোগী হবে বা ঐ ধরনের কাজে পারদর্শী হয়ে ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
		e) সম্পদের সর্বজনীন ও সমান অংশীদারিত্ব।	* বিভিন্ন সম্পদের ওপর মানুষের সমানাধিকারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে ও নিজের তা প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে। * সম্পদের অপচয় কমাতে বা লুণ্ঠন বন্ধ করতে সচেষ্ট হবে। * নতুন সম্পদ সৃষ্টিতে ও তার সুষম বন্টনের বিষয়ে আগ্রহী ও উদ্যোগী হবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
৫।	পরিবেশ ও উৎপাদন: কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন	a) কৃষিকাজ পদ্ধতির ইতিহাস ।	* কৃষিকাজে বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার ও তার বিবর্তন সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারবে। প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। * কৃষিব্যবস্থার বিবর্তন সমবেতভাবে আলোচনার মাধ্যমে, প্রশ্ন করার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারবে। * কৃষিব্যবস্থার বিবর্তনের পরিবেশে প্রভাব অনুভব করে পরিবেশ বান্ধব বিকাশ ব্যবস্থাগুলিকে আরো বেশি করে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হবে। * কৃষিকাজে আবহাওয়া, মাটির প্রভাব ব্যাখ্যা কবতে পারবে ও এনিয়ে পরীক্ষা - নিরীক্ষা করতে আগ্রহী হবে।
		b) আঞ্চলিক কৃষি বৈচিত্র্য।	* পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের কৃষিজফসলের সঙ্গে পরিচিত হবে। * চাষের কাজে জলের ব্যবহার ও তার উৎসগুলির সঙ্গে পরিচিত হবে। * কোন ফসল চাষে কী ধরনের মাটি , সার বা কতটা জল ব্যবহার করা উচিত যে বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হবে। * কৃষিজ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুফল ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে।
		c) স্থানীয় ভিত্তিক উৎপন্ন ফসল মানচিত্র নির্মাণ ।	* বিভিন্ন ফসলকে চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করে স্থানীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে সমর্থ হবে। * বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদনশীলতার পার্থক্যের কারণ বুঝতে পারবে । * ঋতুভিত্তিক ও সারাবছর চাষ করা যায় এমন ফসলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।
		d) স্থানীয় মাছের বৈচিত্র্য ।	* মাছের জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হবে। * বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মাছের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। * মাছের উৎপাদনের ওপর পরিবেশের বিভিন্ন শর্তের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। * বিভিন্ন জলাশয়ের উৎপাদনশীলতার পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
		e) স্থানীয় মাছের বৈচিত্র ও সংকট ।	* কৃষিকাজে কীটনাশক ও সারের অতিব্যবহারের কুফল বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে। * স্থানীয় ভিত্তিক লুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণে উদ্যোগী হবে।
		f) মাছ ধরার পদ্ধতির ইতিহাস।	* মাছ ধরার বিভিন্ন উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত হবে। * মাছ ধরার যন্ত্রপাতি নির্মাণে কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * কোন ধরনের মাছ ধরতে কী ধরনের যন্ত্রপাতি বা উপকরণ ব্যবহার করা উচিত সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হবে । * লুপ্তপ্রায় মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপনের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
৬।	পরিবেশ ও বনভূমি।	a) বনের উপাদানসমূহ।	* বনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের সুমারী করতে সক্ষম হবে। * কোন ধরনের বনে কী ধরনের বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদ থাকতে পারে তার গঠন প্রক্রিয়া ও কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুভব করতে ও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * কোনো বিশেষ জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তির সম্ভাবনা আছে কীনা তা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে এবং তদানুযায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কীনা সে ব্যাপারে মতামত প্রকাশে বা মতামত গঠনে সমবেত ভাবে সচেষ্ট হবে। * বিভিন্ন বনের বন্যপ্রাণীর ছবি আঁকতে সমর্থ হবে। * মানব জীবনে ও পরিবেশে বনের বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
		b) বনের ইতিহাস ।	* পৃথিবী সৃষ্টির পর যবে থেকে বন সৃষ্টি হয়েছে সে বনের বর্তমান অবস্থা , বন ধ্বংশ বা নতুন করে ফাঁকা হয়ে যাওয়া জমিতে সামাজিক বনসৃষ্টির উদ্যোগের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবে। * বনের গাছকাটার সুফল সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করতে সমর্থ হবে। * নিজেরা গাছ লাগাতে ও তার যত্ন করতে সচেষ্ট হবে। * কোন্ ধরনের গাছ পরিবেশ রক্ষার উপযোগী তা ইতিহাসের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচন করতে সমর্থ হবে।
		c) স্থানীয় বনখণ্ড ও তার ইতিহাস।	* স্থানীয় অঞ্চল ভিত্তিক বনখন্ড গুলিকে চিনতে পারবে। * বনখন্ডের সঙ্গে ব্যক্তি সমাজের সংস্কারের কার্যকারণ সম্পর্ক অনুভব করবে। * স্থানীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ও বনখন্ড গুলিকে রক্ষা করতে সমবেত প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। * স্থানীয় বনখন্ডের ইতিহাস তৈরিতে সমর্থ হবে।
		d) বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ।	* কোনো প্রাণীর বিলুপ্তির ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবে। * কোনো প্রাণীর বিলুপ্তির কারণ গুলি চিহ্নিত করতে পারবে। * শিক্ষার্থীর চারপাশে কোন্ কোন্ প্রাণী আজ বিলুপ্তির মুখোমুখি বা ভবিষ্যতে বিলুপ্তির সম্ভাবনা যুক্ত তা চিহ্নিত করতে পারবে। * বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় আঞ্চলিক , দেশীয় বা মহাদেশীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হবে। * বন্যপ্রাণী সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন নান্দনিক পোষ্টার তৈরি করতে পারবে।
৭।	পরিবেশ , খনিজ ও শক্তি সম্পদ	a) কয়লা ও কয়লা সৃষ্টির ইতিহাস ।	* কয়লার উৎসের সঙ্গে পরিচিত হবে। * মানবজীবনে কয়লার বহুবিধ ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবে। * কয়লা খনি থেকে কীভাবে কয়লা তোলা হয় তার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন করতে ও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * উদ্ভিদের দেহাংশের থেকে কীভাবে কয়লা নানা ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তার ধাপ গুলির সঙ্গে পরিচিত হবে। * আজ থেকে কত বছর আগে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে ছিল তার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
		b) কয়লার ব্যবহার ও বায়ুদূষণ।	* বিভিন্ন ধরনের কয়লার উপাদানগত পার্থক্য বুঝতে পারবে। * কয়লার দহনের ফলে মানুষ ও পরিবেশের ওপর কী কী প্রভাব পড়ে তা চিহ্নিত করতে ও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * কয়লার দহনের ফলে কোন কোন যৌগ উৎপন্ন হয় তার সমবেত ভাবে আলোচনার মাধ্যমে তালিকা তৈরি করতে সমর্থ হবে ।
		c) কয়লার উত্তোলন ও সমস্যা ।	* কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলনের সময় কী কী সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা সমবেত আলোচনা ও নানা অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝতে সমর্থ হবে। * কয়লাখনি অঞ্চলের আক্রান্ত মানুষের সমস্যার প্রতি সমানুভূতি দেখাতে সমর্থ হবে। * কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের আদি ও আধুনিক পদ্ধতির কলাকৌশল জানতে ও বুঝতে পারবে।
		d) প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার ও সম্ভাবনা ।	* শক্তির বিভিন্ন উৎস গুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে। * মানবজাতির ইতিহাসে শক্তি সংগ্রহ ও ব্যবহারের পদ্ধতি গুলির সঙ্গে পরিচিত হবে। * জ্বালানী নির্ভর শক্তি সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা ও তার কুফল বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * অপ্রচলিত শক্তি সংগ্রহের উৎসগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে। * শক্তির ব্যবহার ও খরচের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।
৮।	পরিবেশ ও পরিবহন	a) সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ।	* মানব জাতির ইতিহাসে পরিবহণ ব্যবস্থার বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তন কীভাবে মানুষের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছে তার দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবে।
		b) পরিবহন ব্যবস্থার ইতিহাস ।	* পরিবহন ব্যবস্থার বিভিন্ন ধাপের সঙ্গে পরিচিত হবে । * বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমের কারিগরী জ্ঞান অর্জন করে তা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * নিজের জীবনে পরিবহন মাধ্যমের প্রভাব অনুভব করতে সমর্থ হবে। * সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত গতির যানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবে। * পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের বসবাস, খাদ্য সংগ্রহ, জীবিকা অর্জন, বেশভূষা ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তনের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।
		c) আঞ্চলিক পরিবহন মাধ্যমের মানচিত্র নির্মান ।	* শিক্ষার্থীরা নিজের অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মাধ্যমের নাম ও তার জন্য উপযুক্ত চিহ্ন ব্যবহার করতে শিখবে। * কোন অঞ্চলে কোন ধরনের যান বেশি ব্যবহৃত হয় তার ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * আঞ্চলিক উন্নতির সঙ্গে পরিবহণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ইতিহাসকে সংযুক্ত করতে পারবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
		d) দূষণ ও পরিবেশবান্ধব পরিবহন।	* দ্রুত গতির যানের ব্যবহারের সাথে সাথে পরিবেশের কী কী ক্ষতি হচ্ছে তার হিসেব নিকেশ করতে সমর্থ হবে। * জীব বৈচিত্র্য ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর জ্বালানী নির্ভর পরিবহন ব্যবস্থার কুফলগুলি চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে। * দ্রুত গতির ও জ্বালানী নির্ভর পরিবহনের ঝুঁকি ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে। * পরিবেশবান্ধব পরিবহনের মাধ্যমগুলিকে বেশি করতে ব্যবহার করতে সমবেত প্রচেষ্টা গ্রহনে আগ্রহী ও সচেষ্ট হবে। * পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, নিজের দেশে ও রাজ্যে পরিবহনের সূচনার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবে।
৯।	জনবসতি ও পরিবেশ	a) জনসম্পদ ও তার যথার্থ ব্যবহার। b) জনসম্পদ ও স্বাস্থ্য ।	* জনসম্পদের বিভিন্ন উপকরণ, ব্যবহার ও গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটবে। * জন সম্পদ রূপে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব নিজের ও সামাজিক জীবনে অনুধাবন করবে ।
		c) জনসম্পদ ও শিক্ষা।	* ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে শিক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে পারবে। * সক্রিয়তা মূলক শিখন প্রক্রিয়ায় একক ও দলগতভাবে অংশগ্রহণ করবে । * শিখন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাধানে আগ্রহী হবে। * শিখন সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে ও নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হবে। * সমাজ জীবনে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের প্রকৃতি বুঝতে পারবে। * বৈষম্যের কারণ গুলির ইতিহাস অনুসন্ধান করতে আগ্রহী হবে।
		d) বৈষম্য ও সমতা।	* মানবজাতির ও অন্যান্য জীবজগতে বৈষম্যের ধরনের পার্থক্য করতে পারবে। * সম্পদের অপচয় রোধে সচেষ্ট হবে যাতে সম্পদের সমবন্টন হয়। * শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে বৈষম্যের শিকার কীনা ও অনুধাবন করতে পারবে। * সমাজ জীবনে কীভাবে বৈষম্য কমিয়ে আনা যায় বা দূর করা যায় তা নিয়ে দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সৃষ্টিশীল সমাধানের পথ অনুসন্ধান করায় আগ্রহী ও সমর্থ হবে।
		e) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নিরাপত্তা ।	* প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সাধারণ দুর্ঘটনার পার্থক্য করতে পারবে। * প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃতি ও গভীরতা সমবেত আলোচনার নিরিখে বুঝতে সমর্থ হবে। * নিজের অঞ্চলে/রাজ্যে/দেশে/অন্যান্য দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাম্প্রতিক ও অতীত ইতিহাস অনুসন্ধানে আগ্রহী হবে। * প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ বুঝতে সমর্থ হবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
			* প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে বিভিন্ন সভ্যতা /শহর / ভৌগোলিক অঞ্চলের ধ্বংসের বা বিলুপ্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। * নিজের অঞ্চলে সাম্প্রতিক অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো এধরনের দুর্যোগের প্রভাব ও তার কারণ অনুসন্ধান করে খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হবে। * দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলের বা দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সমানুভূতি ও সংযোগিতা প্রদর্শনে সমর্থ হবে। * প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে কী কী ভাবে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে জনমত গঠনে সচেষ্ট হবে।
১০।	পরিবেশ ও আকাশ	a) সূর্যগ্রহণ ।	* পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থানের সঙ্গে সূর্যগ্রহণের সম্পর্ক বুঝতে সমবেত ভাবে সচেষ্ট হবে। * সূর্যগ্রহণের বিভিন্ন ধরন পর্যবেক্ষণ করতে, গ্রহণের ছবি আঁকতে ও ছবির ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ইতিহাস তৈরিতে সচেষ্ট হবে। * গ্রহণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না নিলে কী কী ক্ষতি হয় তা অর্জিত জ্ঞানের নিরিখে অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে।
		b) চন্দ্রগ্রহণ ।	* সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। * চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থানে ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। * গ্রহণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্ভাবনা সমাধানে একক বা দলগত ভাবে সচেষ্ট হবে। * গ্রহণের সময় কী কী পরিবর্তন হয় তা লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হবে ।
		c) চাঁদ , সূর্য ও পৃথিবীর গতিপথ ।	* চাঁদ ও পৃথিবীর কক্ষপথের আকৃতি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে ধারণা লাভ করবে। * কক্ষপথ বরাবর চাঁদ ও পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রাকৃতি ব্যাখ্যা করতে ও হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখাতে পারবে।
		d) জোয়ার ভাটা।	* চাঁদ ও পৃথিবীর ঘূর্ণনের সঙ্গে দিন-রাত কিংবা জোয়ার-ভাটার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। * কোন নদীতে কোন সময়ে কেমন জোয়ার ভাটা হয় তা অভিজ্ঞতার নিরিখে লিপিবদ্ধ করতে পারবে। * চাঁদ ও পৃথিবীর কক্ষপথে অবস্থানের সঙ্গে জোয়ারভাটার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। * বিভিন্ন ধরনের জোয়ারের সঙ্গে সময়ের সম্পর্কের কী বুঝতে ও বোঝাতে পারবে। * জলপথে যাতায়তের ক্ষেত্রে জোয়ারভাটার প্রভাব ক্ষেত্রে সমবেত ভাবে আলোচনায় বুঝতে পারবে। * জোয়ারভাটা সৃষ্টিতে চাঁদ না সূর্য- কার প্রভাব বেশি সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হবে। * জোয়ারভাটা পর্যবেক্ষণে আগ্রহী হবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
			* মানুষের জীবিকা , জীবজন্তুর আচরণের সঙ্গে জোয়ারভাটার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। * দূষণের প্রভাব কমাতে জোয়ারভাটার ভূমিকা বুঝতে সমর্থ হবে ও এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে সচেষ্ট হবে। * জোয়ার-ভাটার প্রভাবে কখনও কখনও কী কী বিশেষ প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে তা অনুসন্ধান করতে সমর্থ হবে। * ছবি এঁকে জোয়ারভাটার সময় চাঁদ , পৃথিবী ও সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থান দেখাতে সমর্থ হবে ।
		e) সূর্য-সকল শক্তির উৎস ।	* মহাবিশ্বে তারা ও তাকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলা গ্রহদের মধ্যে আকর্ষণ বল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করবে। * সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় সময়ের ধারণা অর্জন করতে অর্জন করবে। * সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী কীভাবে ঘুরছে তা সমবেত ভাবে আলোচনা করবে, প্রশ্ন করতে নারবে বা ঘূর্ণনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে । * সূর্যের অভ্যন্তরে কীভাবে শক্তি উৎপন্ন হয় এবং সেই শক্তি কীভাবে জীবনগত কাজে সে সম্পর্কে সমবেত আলোচনায় অংশগহণ করবে , প্রশ্ন করবে ও সৌরশক্তিকে কীভাবে সমাজ জীবনে আরও বেইস করে ব্যবহার করা যায় তার কৌশল আয়ত্ব করতে সচেষ্ট হবে। * উদ্ভিদের ওপর প্রাণীজগতের খাদ্য তথা শক্তির প্রয়োজনে নির্ভরশীলতা বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে।
		f) নক্ষত্র মণ্ডল ।	* নক্ষত্রের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। * নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। * পৃথিবীর ওপর কোনো নক্ষত্রের এসে পড়ার তাৎক্ষণিক ও সুদূর প্রসারী ফলাফল নিয়ে সমবেত ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। * ডাইনোসরদের ধ্বংসের কারণ নিয়ে অনুসন্ধান করতে আগ্রহী হবে। * উল্কা , ধূমকেতুর প্রকৃতি ও প্রভাব নিয়ে সমবেত আলোচনায় উৎসাহী হবে। * বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফল জেনে মহাকাশ নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী হবে।
১১।	মানবাধিকার ও মূল্যবোধ।	a) শিশুর অধিকার ।	* কোন বয়ঃসীমার অন্তর্গত হলে তাকে শিশু বলা হবে তা সঠিকভাবে জানতে সক্ষম হবে। * শিশুর জন্মের পর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য তাকে কোন কোন অধিকার দেওয়ার কথা ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে তা নিয়ে সমবেত আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। * অধিকারগুলি কীভাবে নিজেদের জীবনে তারা প্রয়োগ করবে তার নিয়মবিধি সম্পর্কে সজাগ হবে। * অধিকার থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করলে কীভাবে সেই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় তা বিষয়ে জনমত গঠনে সক্রিয় হবে ও অভিযোগ জানাতে সমর্থ হবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
			* অধিকার থেকে বঞ্চিত শিশুদের প্রতি সমানুভূতি প্রদর্শন করবে ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।
		b) শিশুশ্রম ও মানবাধিকার।	* সমাজে কোন কোন কাজে শিশুদের অর্থনৈতিক ও বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার তালিকা করতে পারবে। * ঐ সমস্ত কাজে শিশুরা নিযুক্ত হলে তাদের কী কী শারীরিক ক্ষতি হয় তা বুঝতে সমর্থ হবে। * শিশুদের ঐ সমস্ত কাজে না ব্যবহার করে শিক্ষা আঙ্গিনায় কীভাবে আনা যায় সে ব্যাপারে জনমত গঠনে সক্রিয় ও সদর্থক ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হবে। * শিশুশ্রম রোধ বিষয়ে আঞ্চলিক , রাজ্য , দেশীয় বা আন্তর্দেশীয় স্তরে বিভিন্ন প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হবে। পথ-নাটিকায় অংশগ্রহণ করবে। * শিশুশ্রম ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে সমর্থ হবে।
		c) লিঙ্গ বৈষম্য ও মানবাধিকার।	* লিঙ্গ পার্থক্য যে বংশগত বিষয় সে বিষয়ে জানতে পারবে। * লিঙ্গ পার্থক্য যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না সে ব্যাপারে বিভিন্ন উদাহরণ দেখে নিজেদের ভ্রান্তধারণা কাটাতে সক্ষম হবে বা নিজস্ব মতামত গঠনে সচেষ্ট হবে। * লিঙ্গ বৈষম্যের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কুফল সৃষ্টি করেছিল বা করছে তার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবে। * লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য কী কী প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত তা সমবেত আলোচনার মাধ্যমে স্থির করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হবে।
		d) বার্ধক্য ও মানবাধিকার ।	* বার্ধক্য যে মানব জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি সে ব্যাপারে পরিবার ও সমাজ জীবন থেকে বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে ধারণা পরিষ্কার করতে সচেষ্ট হবে। * বার্ধক্যের সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত হবে। * পরিবার ও সমাজ জীবনে বৃদ্ধ মানুষ জনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। * নিজেরও যে একদিন এই পরিণতি হতে পারে সে ভেবে পরিবার ও সমাজের বয়স্কদের প্রতি সমানুভূতি প্রদর্শন করবে ও সহানুভূতি দেখাতে সচেষ্ট ও সমর্থ হবে।

ক্রমিক নং	ধারণা	উপএকক	কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য
		e) বাল্যবিবাহ ও মানবাধিকার ।	* আইন অনুযায়ী বিবাহের প্রকৃত বয়স জানতে পারবে। * নির্দিষ্ট বয়সের আগে বিবাহ হলে কী কী শারীরিক ও সামাজিক সমস্যা হতে পারে তা সমবেত আলোচনার মাধ্যমে তালিকাভুক্ত করতে সমর্থ হবে। * বাল্যবিবাহের ইতিহাস ও তার নিরসনে বিভিন্ন সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হবে। * বাল্যবিবাহে রোধে শিশুদের সংগ্রামী ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজস্ব মতামত গঠনে ও ব্যক্ত করতে সমর্থ হবে। * বাল্যবিবাহ রোধে শিশুদের প্রচেষ্টার পুরস্কার স্বরূপ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির কথা জানতে পারবে। * বাল্যবিবাহজনিত কোনো ঘটনা ঘটলে তা প্রতিরোধের জন্য জনমত গঠনে সচেষ্ট হবে।

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

১) প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: মানবদেহ, ভৌত পরিবেশ (মাটি, জল ও জীববৈচিত্র্য)। (পৃ.১—৫৭)

২) দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ পরিচিতি, পরিবেশ ও সম্পদ, পরিবেশ ও উৎপাদন। (পৃ.৫৮—১১৪)

৩) তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: পরিবেশ ও বনভূমি, পরিবেশ খনিজ ও শক্তি সম্পদ, পরিবেশ ও পরিবহণ, জনবসতি ও পরিবেশ, পরিবেশ ও আকাশ, মানবাধিকার ও মূল্যবোধ। (পৃ.১১৫—১৭২)

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা

উদ্দেশ্য

সকলের জন্য হেলথ্ কার্ড, দেশীয় খেলার হাতেখড়ি, ফুটবল ও ক্রিকেটের যাত্রা শুরু, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে যোগাসন, জাতীয় স্তরে জিমনাস্টিকসের প্রস্তুতি শুরু, অ্যাথলেটিকস-এর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রপ্ত করতে শেখা, আঞ্চলিক খেলাকে গুরুত্ব দেওয়া,পুষ্টিকর খাবার, ছড়ার গানে ব্যায়াম, ব্রতচারী মানুষ গড়বে, শারীরিক সক্ষমতা বিচার করে নম্বর যোগ হবে মার্কশিটে।

* স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার কার্যক্রম অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুর আত্মউপলব্ধি, আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মপ্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যার, মত প্রকাশের দৃঢ়তা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, চাপ সহ্য করা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি দক্ষতাগুলি কাম্যস্তরে বিকশিত করা।
* শিক্ষার্থী-বান্ধব এবং শিশুকেন্দ্রিক পরিবেশে কর্মসম্পাদন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতির বাস্তবায়ন হবে শারীরশিক্ষার মাধ্যমে।
* শারীরশিক্ষা শিশুর মূল্যবোধ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ শারীরশিক্ষার সূচিতেই সম্ভব।
* শিশুর জ্ঞান নির্মাণ, দক্ষতা নির্মাণ এবং সম্ভাবনা ও প্রতিভার বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।
* মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান এবং দেশীয় ও আঞ্চলিক খেলাধূলা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে এই শিক্ষা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
* শিশুর জ্ঞানের উপলব্ধি ও প্রয়োগ দক্ষতা নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন শারীরশিক্ষার মধ্য দিয়েই সম্ভব।
* শারীরশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে কোনোরকম কঠোরতা অবলম্বন করা হয়নি। এটি একটি নমুনা সূচি মাত্র। শিক্ষকশিক্ষিকাস্থানীয়চাহিদার কথা মাথায় রেখে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও আগ্রহের উপর ভিত্তি করে এরকম নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে ছাত্র/ছাত্রীদের উপযোগী, সহজবোধ্যভাবে পন্থা অবলম্বন করলে সার্থক হবে এই আয়োজন। আমরা যে নমুনা পাঠ্যসূচি উপস্থাপন করেছি তা বৈচিত্র্যপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষওমানসিকতারটুকরো নিদর্শন মাত্র। তা সমৃদ্ধ হবে আপনাদের উদ্ভাবনী চিন্তা-ভাবনা ও প্রস্তাবের মাধ্যমে।

কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য

পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলির সামর্থ্যসমূহ আরও উচ্চতর পর্যায়ে এই শ্রেণিতে অভ্যাস করা একান্ত জরুরি ।

১। অঙ্গসঞ্চালনের সুফল সম্বন্ধে জানতে পারা ।
২। নিয়মিত ও পরিমিতভাবে শারীরচর্চার অনুশীলন সম্বন্ধে সচেতনতা অর্জনে সক্ষম হতে পারা।
৩। নিজের ইন্দ্রিয়গুলির দৈহিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পারা এবং অবহেলা করার ফলে কুফলের সম্মুখীন হতে হবে এ সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ করাতে পারা ।
৪। পরিবেশ কী করে দূষিত হয় সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারা ।
৫। গৃহে ও বিদ্যালয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সুফল / অপরিচ্ছন্নতার কুফল সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ করতে পারা
৬। সংক্রামক রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণ এবং সে সম্বন্ধে সামাজিক চেতনা লাভে সমর্থ হওয়া ।
৭। নিরাপত্তাবোধ , প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে নিজেকে সক্ষম করতে পারা ।
৮। দেশীয় খেলায় অংশগ্রহণের শারীরিক সক্ষমতার গড়ে তুলতে নিজেকে সক্ষম করতে পারা ।

শিশুর সামগ্রিক বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হলো সুস্থ শারীরিক ও সামগ্রিক বিকাশ ও বৃদ্ধি। বিদ্যালয়ের শিশুর অন্তর্ভুক্তি,অবস্থিতি ও শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করবার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা বিশেষ ভূমিকাকে স্মরণ করে এবং শিশুর উদ্বৃত্ত শক্তিকে সৃজনাত্মক ও সংগঠিত দলগত কাজে ও খেলায় ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা বিষয়টিকে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

বই প্রসঙ্গে

* শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ।	* চিন্তাশক্তির বিকাশ ।	* শৃঙ্খলাবোধ ।
* শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন ।	* দলগত সংহতি ও আদান প্রদান ।	* পেশি শক্তির সুষম বিকাশ ও সমন্বয় ।
* আনন্দলাভ ও মনসংযোগ ।	* খেলতে খেলতে পড়া ও খেলাতেও পড়া।	* শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ।
* সু-অভ্যাস গঠন।	* শব্দ ভাণ্ডারের উন্নতি ও বোধপরীক্ষা।	* সুষ্ঠু দেহভঙ্গি গঠন ।
* আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন ও ভাষার উন্নতি ।	* ছন্দোমূলক খেলার মাধ্যমে কাজের আনন্দ ।	* নিরাপত্তা সম্পর্কিত সচেতনতা ।

নির্ধারত পাঠ্যসূচি

একক ১। প্রার্থনা সভা : প্রতিদিনের সমবেত হওয়া। প্রত্যেক দিন বিদ্যালয়ের শুরুতে প্রার্থনা সভায় সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক - শিক্ষিকাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক । প্রার্থনা সভা ১০ মিনিটের হবে । কৃত্যসূচি নিম্নরূপ :

১. শ্রেণিশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ ক্লাস অনুসারে লাইনে দাঁড়াবে এবং শিক্ষক - শিক্ষিকাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে

২. ছাত্রছাত্রীরা প্রার্থনার জন্য শান্ত হয়ে দাঁড়াবে ও নীরবতা বজায় রাখবে।

৩. এরপর প্রার্থনা সংগীত গাওয়া হবে ।

৪. প্রধানশিক্ষক / প্রধানশিক্ষিকাসহ অন্যান্য শিক্ষক - শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের হাত পায়ের নখ, পোষাক - পরিচ্ছদ সহ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করে দেখবেন ।

৫. প্রধানশিক্ষক/প্রধানশিক্ষিকাসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয় সম্পর্কিত নির্দেশ দেবেন।পালনীয় দিনের তাৎপর্য ব্যাখা করবেন।

৬. ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী দৈনিক সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংগৃহীত খবর পাঠ করবে।

৭. মনীষীদের বাণী পাঠ করবে একজন ছাত্র ও ছাত্রী ।

৮. বিদ্যালয়ের আসার পথের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে একজন ছাত্র বা ছাত্রী ।

৯. তীব্র গরমের সময় বাদে সারা বছর তিন থেকে চারটি সৌন্দর্যমূলক খালি হাতের ব্যায়াম অনুশীলন করবে ।

১০. সুশৃঙ্খলভাবে নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ।

১১. শ্রেণিকক্ষে কিছুসময়ের জন্য ধ্যান বা এতেকাব করানো যেতে পারে ।

একক ২। অনুকরণ জাতীয় খেলা : ক) হাতির মতো চলা ।খ) নৌকা চালানো ।গ) সাইকেল চালানো ।ঘ) নদী পার হওয়া ।ঙ) ঝড়ে গাছের মতো দোলা।

একক ৩। ব্রতচারী : ক) আমরা বাঙালি ।খ) কোদাল চালাই ।

একক ৪। দলগত খেলা: খো -খো / ফুটবল - ফুটসল /ক্রিকেট ।

একক ৫।স্বাস্থ্য ও সুস্থতা : ক) গতি, ভারসাম্য , সমন্বয় ও নমনীয়তার অনুশীলন ।খ) শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও কার্ড প্রস্তুত - ৫০ মিটার দৌড় , দাঁড়িয়ে জোড়া পায়ে সামনে লাফানো, এক হাত তুলে জোড় পায়ে লম্বাভাবে লাফানো, সিটআপ , হারবার্ড স্টেপ টেস্ট, রিঅ্যাকসান টাইম, স্কিপিং ।গ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার কার্ড ।ঘ) শিক্ষার্থীর বয়স , উচ্চতা ও ওজন ।ঙ) পুষ্টিকর খাদ্য ও বয়স অনুসারে আদর্শ সুষম খাদ্যের তালিকা ।

একক ৬। কুচকাওয়াজ : ক) আগে চল ।খ) লাইনে দাঁড়াও ।গ) থেমে যাও ।

একক ৭। বিনোদন মূলক খেলা : ক) দলনেতা খোঁজা ।খ) বৃত্তে ঘোড়া ।গ) বাধা টপকানো রিলে ।

একক ৮। ছড়ার ব্যায়াম : ক) শীলের উপর নোড়া ।খ) কাক ও শেয়াল।

একক ৯। আঞ্চলিক খেলা : ক) গোল্লা ছুট্।

একক ১০। যোগাসন : ক) সুখাসন। খ) গুপ্তাসন ।গ) মণ্ডুকাসন ।ঘ) গরুড়াসন ।ঙ) মুক্তাসন।চ) পিরামিড।

একক ১১।প্রস্তুতিমূলক জিমনাস্টিকস্: ক) ফরওয়ার্ড ওয়াকওভার , ব্যাকওয়ার্ড ওয়াকওভার , হ্যান্ডস্প্রিং , ব্যাকফ্লিপ ।খ) রিদমিক জিমন্যাস্টিকস (মেয়েদের জন্য)। গ) নমনীয়তার বৃদ্ধির ব্যায়াম ।ঘ) পিরামিড।

একক ১২। সৌন্দর্যমূলক ব্যায়াম : ক) খালি হাতের ব্যায়াম : খালিহাতের ছয়টি ছন্দোমূলক ব্যায়ামের টেবিল ।পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত ব্যায়ামগুলি অনুশীলন করতে হবে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নানা রং এর ফিতে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

একক ১৩। অ্যাথলেটিক্স্: ক) দৌড় - স্বাভাবিক শরীর চালনা করা, ঘাড়ের ব্যায়াম , হাতের ও কাঁধের ব্যায়াম,কোমর-এর ব্যায়ামদৌড়ানোর গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য অনুশীলন। খ) ওন ইওর মার্কস-এর ভঙ্গিমা, সেট ও ফায়ার-এর ভঙ্গিমা। গ) দৌড়ের কৌশলগত বিষয়। ঘ) দীর্ঘলম্ফন- দৌড়ে আসা , মাটি ছেড়ে ওঠা , হাওয়াতে ভাসা, মাটিতে নামা। ঙ) উচ্চ লম্ফন - দৌড়ে আসা, মাটি ছেড়ে ওঠা , ক্রসবার অতিক্রম করা , মাটিতে নামা ।

একক ১৪।শান্তির শিক্ষা ও মূল্যবোধের শিক্ষা : ক) শিশুর সযত্ন ব্যবহার , অনুভূতির বিনিময় , অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়, শান্তি কর্মসূচির কিছু পরামর্শ। খ) আচার , আচরণ ও নীতি শিক্ষা ।

একক ১৫। শিবির : ক) একদিনের শিবির ।খ) বনাঞ্চল যাত্রা।

সপ্তম শ্রেণি

আনুমানিক বয়স : ১২+

বাংলা (প্রথম ভাষা)

(ষষ্ঠশ্রেণির সামর্থ্যক্রমে বিভাজন)

শোনা, বোঝা, বলা,পড়া, লেখা, দলগত কাজ, সৃজনমূলক কাজ, সাধারণীকরণ, উদ্ভাবনী চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা, পার্থক্যীকরণ, ব্যাখ্যাকরণ ও নামকরণ, অনুমান করার ক্ষমতা, বিভিন্ন উদাহরণ থেকে স্বতঃসিদ্ধে পৌঁছানোর আরোহী ক্ষমতা, চিহ্নিতকরণ ও নামকরণ, সাংগঠনিক ক্ষমতা, পঞ্জীকরণ, তুলনা এবং বৈপরীত্য সম্পর্কে ধারণা ব্যবহার করার ক্ষমতা, সংগ্রহ, নিজের মতামতের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা, বর্ণনা, শ্রেণিকরণ,পরীক্ষা-নিরীক্ষা,পর্যবেক্ষণ, মডেল তৈরি করা, ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশের ক্ষমতা, নথিভুক্তিকরণ, চরিত্রায়ণ, কার্য-কারণবোধ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ বানান -বিধি সম্পর্কে পরিচিতি, এছাড়াও বিশেষ্য, বিশেষঅ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া, বচন, সন্ধি, কারক ও অকারক, প্রত্যয়, সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দ, নির্দেশক ও অনির্দেশক শব্দ, সমার্থক ও প্রায় সমার্থক শব্দের সঙ্গে পরিচিতি, বিপরীতার্থক শব্দ, ক্রিয়ার কাল নির্ণয়, বাক্যের সাধারণ গঠন, উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারক, শব্দ ভান্ডার, প্রচলিত শব্দের আদি ও পরিবর্তিত অর্থ প্রভৃতি।

পাঠ্য পুস্তকের ভাবমূল : সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান

কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য

মৌখিক (বলা ও পড়া)

* সুস্পষ্ট সুন্দর পাঠ করতে পারা-- সরব ও নীরব পাঠ
* পাঠ্য, সহায়ক পাঠ সহ পাঠ-বহির্ভূত যে কোন বিষয়ে নির্দেশ, নোটিশ, প্রাচীরপত্র ইত্যাদি যথাযথ স্বরভঙ্গি অনুসারে যতিচিহ্নের বোধ সহ মান্য উচ্চারণে পড়তে পারা
* নিজের অনুভব ও অভিমতকে আকর্ষণীয় করে মান্যভাষায় প্রকাশ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারা (অপরিচিত পরিবেশে কথাবার্তা, জানা বিষয়ে, বির্তক, খবর শুনে বা দেখে মন্তব্য, যে কোন ধরনের ইনডোর আউটডোর খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিনেমা, থিয়েটার, প্রদর্শনী, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ইত্যাদির সহজ সমালোচনা করা ইত্যাদি)
* মূল টেক্সট বইয়ের পাঠ থেকে কোন প্রসঙ্গে মুখে মুখে উত্তর দিতে পারা
* নাটক পাঠ করতে পারা (যাতে অভিনয় দক্ষতার বিকাশ ঘটে), নাট্য-নির্দেশ, পরিভাষা, প্রকরণের যথাযথ ভাব অনুসারে দলগত অংশগ্রহণের মাধ্যমে
* বুদ্ধি ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে পারা
* স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কৌশল/ভঙ্গিতে /রীতিতে বলতে পারা (ব্যাকরণ উল্লেখ না করে উপস্থাপন করা)
* মুখে মুখে প্রশ্ন তৈরি ও উত্তর করতে পারা
* শিল্পকর্ম খেলাধুলো সহ সৃজনাত্মক কাজগুলোর করণ-কৌশল, প্রয়োজন ইত্যাদি বুঝিয়ে বলতে পারা সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা যথাযথ ভাব অনুসারে পড়তে পারা
* লোককথা, রূপকথা, ছড়া প্রবাদ ধাঁধা ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির নানান সম্পদ গুছিয়ে বলতে পারা

লিখিত (লেখা)

* মৌখিক সামর্থ্যগুলিকে মান্যভাষায় লিখতে পারা
* খবর, বক্তব্য, বির্তক সহ অজানা অপরিচিত বিষয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও অংশ লিখে রাখতে পারা
* প্রশ্ন তৈরি করে (জ্ঞান বোধ প্রয়োগ দক্ষতা ধর্মী) নিজেই তার উত্তর লিখতে পারা
* মূল টেক্সট বইয়ের পাঠ থেকে কোন প্রসঙ্গে লিখে লিখে উত্তর দিতে পারা
* যতিচিহ্নের প্রয়োগ সহ শ্রুতলিখন, ডায়েরি বা দিনলিপি, ছোটো ছোটো পত্র (চিঠি), বিজ্ঞপ্তি প্রাচীর পত্র ইত্যাদি লিখতে পারা।
* হাতে লেখা পত্রিকা তৈরি করতে পারা
* সৃজন কর্মকাণ্ডগুলি (যেমন : গান, নাচ, অভিনয়, অঙ্কন, পুতুলনাচ, যাদু, লোকসংস্কৃতির নানান বিষয় ইত্যাদি) সম্পর্কে ছোটো ছোটো প্রতিবেদন তৈরি করতে পারা
* বাৎসরিক খেলাধুলা /ব্রতচারী / যাদু অনুষ্ঠান /লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি নানান দিক সম্পর্কে ছোটো ছোটো প্রতিবেদন তৈরি করতে পারা
* প্রতি পর্বে অন্তত একটি করে প্রদর্শনী করে তার লিখিত বিবরণ দিতে পারা

মূল টেক্সট বইয়ের সঙ্গে একটি গোটা উপন্যাস (মাকু—লীলা মজুমদার) সহায়ক পাঠ হিসেবে সারা বছর ধরে পড়তে হবে।

শিল্পকর্ম, সৃজনাত্মক কর্মকাণ্ডগুলি প্রথম ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতেই হবে।

পাঠ্যপুস্তকে যে যে বিষয়ে লক্ষ রাখা হয়েছে

* সহজ ও সচিত্র।
* বিষয়বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত নয়।
* পাঠক্রম পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী ও বাস্তবানুগ, আধুনিক।
* শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তরের বিষয়টি ভাবনায় রেখে তৈরি।
* জ্ঞানের জন্য, কর্মদক্ষতা অর্জনের জন্য, প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য একত্রে বাঁচতে শেখা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।
* মনীষীদের চিন্তাধারা ও শিক্ষাদর্শের প্রতিফলন।
* শ্রেণিদিবসের সঙ্গে সংগতি।
* পরিবেশ সচেতনতা, স্বাস্থ্য, অভ্যাস, লিঙ্গ-সাম্য, মূল্যবোধের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
* শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতা।
* সৌন্দর্যবোধের জাগরণ।
* মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা—সমানাধিকার।
* ঘরের ভাষাকে চলিত মান্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারা।
* কোনো নতুন বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা লাভ।

মৌখিক— শোনা-বোঝা-বলা

যুক্তাক্ষর চেনা ও বলতে পারা, বর্ণনা, বিবরণ, কথার খেলা, শব্দছক, ধাঁধাঁ, অপরিচিত পরিবেশের কথাবার্তা—শুনে-বুঝে নিজের ভাষায় বলতে পারা, গল্প বলা-কবিতা আবৃত্তি করা—

পড়া/লেখা

বই পড়তে পারা, স্পষ্ট উচ্চারণে, যতিচিহ্ন ঠিক রেখে অন্যান্য বই পড়ার সামর্থ্য ও আগ্রহ, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা, শব্দ-বাক্য-শ্রুতলিখন, নির্দেশিত বিষয়ের উপর কিছু লিখতে পারা, বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারা, বর্ণবিশ্লেষণ করতে পারা।

শব্দার্থ, শূণ্যস্থান পূরন, বিপরীতার্থক শব্দ, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, অন্ত্যমিল, খোঁজা, একই ধরনের ধ্বনির উচ্চারণ দিয়ে নতুন শব্দ লেখা।

* বিভিন্ন অঞ্চলের কাহিনির মাধ্যমে মানুষের জীবনচর্চা, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়।

পাঠ্য নির্বাচনের ক্ষেত্র

সপ্তম শ্রেণির বাংলা বই 'সাহিত্যমেলা' গড়ে উঠেছে প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের রচনায়, আন্তর্জাতিক সাহিত্যের অনুবাদে, অন্য রাজ্যের সাহিত্যিকদের সৃষ্টি নিয়ে। স্বভাবতই তাতে ধরা পড়েছে সংস্কৃতির নানান অভিমুখ আর তার বিচিত্র, বৈভবপূর্ণ প্রকাশ। 'সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান' ভাবমূলকে কেন্দ্রে রেখে এগারোটি পাঠে বিন্যস্ত বইটির প্রায় প্রতিটি পাঠেই পাশাপাশি আছে একাধিক সমধর্মী বা সম-বিষয়কেন্দ্রিক রচনা, রয়েছে বিভিন্ন সক্রিয়তা-নির্ভর শিখনের সম্ভার।

নানা ছড়ায়, কবিতায়, গানে, গল্পে, নাটকে, স্মৃতিকথায়, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে তুলে ধরা হয়েছে সংস্কৃতির নানা দিক। সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই বইতে পড়বে কল্পবিজ্ঞানের গল্প, ভাষা আন্দোলনের গদ্য ও কবিতা, পুরাতনী গান/ নিধুবাবুর টপ্পা, শিল্পীর আত্মচরিতের অংশ, ছবি আঁকার গল্প, শিল্প-স্থাপত্যের কথা, বিজ্ঞান-নির্ভর প্রবন্ধ, খেয়ালি কল্পনার ছড়া, গান ও খেলার গল্প, জাদুকাহিনি, প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ভাষা থেকে অনূদিত গল্প ও কবিতা, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, বিভিন্ন ঘরানার গান, মনীষী ও বিপ্লবী নারীদের চরিতকথা, অভিনয়ের গল্প, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি।

শিক্ষক -শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের উপরিউক্ত বিষয়-নির্ভর অন্য রচনা পাঠে উৎসাহিত করবেন, বিভিন্ন সাহিত্যিক সংরূপ বিষয়ে ধারণা দেবেন। 'হাতে-কলমে' অংশে প্রদত্ত ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলীর বাইরেও পর্ষদ নির্দিষ্ট ব্যাকরণের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নানা বিষয়ের চর্চা ও অনুশীলন করাবেন।

সহায়ক পাঠ

সপ্তম শ্রেণিতে দ্রুতপঠনের জন্য পাঠ্যসূচিতে প্রখ্যাত লেখিকা লীলা মজুমদারের 'মাকু' নামক কিশোর-উপন্যাসটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বইটি গোটা বছর ধরে পড়াতে হবে। মোট এগারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই উপন্যাসটি। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি পিরিয়ড নিয়ে শিক্ষক/ শিক্ষিকা প্রতিমাসে একটি করে অধ্যায় শেষ করবেন। শেষ দুটি অধ্যায় (দশম ও একাদশ) একত্রে পড়ানো সম্ভব। এইভাবে মোট দশটি মাসে পাঠ্যটিকে ভাগ করে নিয়ে পড়াতে পারেন। বইটি পরিশিষ্টে 'হাতে-কলমে' অংশে কিছু নমুনা প্রশ্ন থাকলো। এর সাহায্য নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা নতুন নতুন প্রশ্ন ও অন্যান্য কৃত্যালি উদ্ভাবন করবেন এবং এইভাবে সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ধারাটি বজায় রাখবেন।

বই প্রসঙ্গে

১) বইটির সমস্ত রচনাই চলিত ভাষায় লেখা। কোনো সাধুরীতিতে লেখা গদ্য অথবা কবিতাকে চলিতে রূপান্তরিত করে মূল রচনার বিকৃত, অনভিপ্রেত রূপটিকে লেখকের নামে মুদ্রিত করার চেষ্টা করা হয়নি।

২) শিক্ষার্থীর মানসিক ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরকে লক্ষ রেখে বিষয়বস্তু, ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচুর অজানা শব্দের অর্থ জানানো হয়েছে।

৩) বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট করতে, শিক্ষার্থীর রুচিকে জাগিয়ে তুলতে ও নান্দনিকতার প্রতি লক্ষ রেখে বইগুলিকে সুসজ্জিত/সুচিত্রিত করা হয়েছে।

৪) বিভিন্ন ভাগে প্রশ্ন ও ভাষার আলোচনা বিষয়ক প্রশ্নাবলী দেওয়া রয়েছে।

৫) প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান লেখকদের রচনার পাশাপাশি তাঁদের সাহিত্যজীবন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে ।

৬) শিক্ষার্থীর মধ্যে সাহিত্য রসবোধ ও সৌন্দর্যচেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

৭) বইটিতে সাহিত্য পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বোধ ও জ্ঞানের প্রসারের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

৮) কাজ/শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৯) নিজের অভিজ্ঞতা, কোনো ঘটনা /চিত্রকে ভাষায় প্রকাশ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

১০) পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে রূপকথার গল্প ও নাটক রাখা হয়েছে।

১১) শিক্ষার্থীরা অন্য গানের পাশাপাশি বইটিতে দেওয়া গানগুলিও গাইতে শিখবে/স্পষ্ট উচ্চারণে ছন্দবোধ সহ ঐকতান সৃষ্টিতে প্রয়াসী হবে।

১২) বিভিন্ন জীবিকা সম্পর্কে জানবে ও সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠবে।

১৩) মনীষীদের জীবনকথা পড়বে।

১৪) প্রচলিত গল্পকথার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

১৫) সমধর্মী অন্যান্য রচনা একই গুচ্ছে পড়তে পারবে যাতে ধারণার সুদৃঢ়করণ ঘটবে।

১৬) কল্পনা প্রবণতা উৎসাহিত হবে।

১৭) পরিবেশ সচেতনতা লাভ করবে।

১৮) মূল্যবোধের শিক্ষা পাবে।

১৯) সুশিক্ষা পাবে, সৎ আচরণ শিখবে।

২০) দেশপ্রেম জাগ্রত হবে।

২১) প্রকৃতিবোধ গড়ে উঠবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা যে যে বিষয়ে যত্নবান হবেন

* আকর্ষণীয় গল্প বলুন, শিক্ষার্থীকে গল্প বলতে উদ্বুদ্ধ করুন।
* আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি করুন।
* সৃজনাত্মক কাজে উৎসাহ দিন।
* উৎসব, ভ্রমণ, মেলা, প্রদর্শনী দেখতে উৎসাহ দিন— সে বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান ঘটতে দিন।
* খেলাধুলো, আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, গল্প বলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করুন।
* নিজে লিখে বা সংগ্রহ করে তাদের উপযোগী কবিতা-গল্প পড়তে দিন যাতে শিখন প্রক্রিয়াটি প্রাণময় ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।
* শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও তার ইতিবাচক মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি দিন।
* প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিন।
* কথা বলার প্রবণতাকে উৎসাহ দিন।
* শিক্ষার্থীদের মৌলিক লেখার প্রতি গুরুত্ব দিন।
* কোথাও বেড়াতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা, বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে কয়েকটি বাক্য স্বাধীনভাবে লেখা, কোনো পড়া/শোনা গল্পকে বড়ো/ছোটো করে বলা/ লেখা অভ্যাস করান।
* শিশুদের উপযোগী পত্রপত্রিকা পড়তে দিন।
* লক্ষ রাখুন যাতে তারা উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার শেখে, বানান যাতে শুদ্ধ হয়, উচ্চারণ যাতে যথাযথ ও স্পষ্ট হয়, ছেদ-যতি সহ পড়তে পারে, সৃজনশীল কাজে উৎসাহ পায়—সংযুক্ত বর্ণের পরিচিতি ও উচ্চারণ সম্পর্কে দক্ষ হয়, হাতের লেখা যাতে স্পষ্ট হয়।
* অবশ্যই শ্রুতলিখন অভ্যাস করাবেন। সঙ্গে রচনার ভাবসম্বলিত ছবি আঁকতে দিন।

English (2nd language)

Competency: Observing and co-relating

- Ability to identify objects or activities and interpret those
- Ability to observe and explore
- Ability to observe an activity and co-relate with personal experience

Competency: Listening

- Listening to poemsand appreciating the same
- Ability to recite poems with proper pronunciations and expressions for developing creative skill
- Listening to and singing songs for developing competency in phonics, aesthetics andthe use of vocabulary
- Listening to stories for interpreting various information and value education
- Developing cooperation among peers to solve language games
- Following directions or instructions for performing mimes
- Listening to problems and exploring ways to overcome it

Competency: Speaking

- **Role-play:** Participating in various simulations, like learners playing the roles of buyer- seller, ticket-collector-passenger, the beautiful Belle-the beast, Ceres and Jupiter etc.
- **Story telling**: Using word-cards, picture-cards etc. learners in pairs or in group participate in tellingstories
- **Conversation:**Learners interact in pairs about daily activities/hobbies/likes and dislikes/ambition etc. asking questions, solving problems and responding to answers.
- **Quiz:**learners participate in quiz contest. They even ask questions to their peers.
- **Riddle:** Learners interpret and solve riddles. They can also experiment making their own riddles and challenging their peers. A sense of healthy competitiveness and cooperation develops.
- **Picture-Reading:**Learners participate in peer learning. They interpret set of pictures assigned to them and construct their own text using a word-ladder or help-box.
- **Elocution:** e.g. Learners recite poems/rhymes/self-composed rhymes with gestures and actions
- **Describing an event**: Learners describe an event occurred on the previous day or of a personal experience
- **Exploring new ways:** e.g. Learners explore maps and find out new ways of reaching destination
- **Giving directions to perform activities:** e.g. A pair or group performs an activity[e.g. mime, craft work etc.] where his peers give direction.
- **Observing a mime and identifying the theme**: e.g. A group member performs a mime and poses challenge to members of other groups who observe carefully and express the theme in words.
- **Using courteous expressions for class room situations and elsewhere**: e.g. courteous expressions like ‘please give me a pen’/‘Excuse me’/‘May I share your book?’/‘Thank you’ etc.are practised in real life situations.

Competency: Reading

- Reading short humorous play like 'Uncle Podger hangs a picture' by Jerome K. Jerome
- Reading picture-stories for developing interpretations
- Reading poems of Blake, Wordsworth, Stevenson etc. for appreciation and aesthetic purposes
- Reading prose passages that include fictions of eminent writers like Jawaharlal Nehru, R.K.Narayan, Ruskin Bond, Rudyard Kipling etc. for developing sense of empathy, creative and aesthetic expression and for linguistic proficiency.
- Reading short stories, legends, fairy tales and mythologies fordeveloping values like truthfulness, honesty, cooperationetc.
- Reading biographies of eminent persons for developing the skill of interpretation, exploration and experimentation among the learners.
- Reading autobiographies or diaries of renowned persons for developing values and self-expression.

Competency: Grammar and Vocabulary

- Developing skill in the use of certain grammatical items like apostrophe, comparative forms of adjectives and adverbs, functions of adverbs, present and past continuous tense, contracted forms of verbs, participial adjectives, present and past perfect tense, use and functions of certain modals, plural nouns, subject-verb agreement, simple future[shall/will+ verb], Possessive pronouns and possessive adjectives and nominal compound. Importance is given in the contextual usage of grammar for semantic purposes rather than on learning grammar.
- Developing skill in the use of similes
- Competency in the varied uses of vocabulary [synonyms, antonyms, and homonyms, rhyming words, one word substitution, prefix and suffix for making opposites] is developed through meaningful child friendly activities that are also found in real life situations.
- Solving crossword puzzles, exploring riddles, developing skill in word-building, spotting the word in maze, word-matching, odd-man out etc.

Competency: Aesthetic and creativity

- Making an envelop with no cost/low cost material for everyday use
- Writing dialogues and dramatizing it
- Making a thesaurus for personal use
- Making a bookmark for habitual purposes
- Chart making
- Framing a picture
- Making a scrap book
- Making a poster
- Making a model with no-cost/low cost material
- Writing a diary

Competency: Writing

- Writing personal letters and responding to letters
- Writing semi-formal letters
- Writing a dialogue[situational and problem-solving purposes]
- Narrating a personal experience
- Writing a descriptive paragraph
- Writing biography with the help of information cues
- Summary-writing
- Composing short rhymes
- Story- writing

Textbook: -'Blossoms': English textbook for class VII

(New edition published by W.B.B.S.E.)

Syllabus For Three Summativ Evaluations

1st Summative

- Revision Lesson (8 periods)
- Lesson-1: The Book of Nature (20 periods)
- Lesson-2 : The Riddle(17 periods)
- Lesson-3 : We are Seven(8 periods)

2nd Summative

- Lesson-4 : The Beauty and the Beast(19 periods)
- Lesson-5 : Uncle Podger hangs a Picture(15 periods)
- Lesson-6 : The Vagabond(14 periods)
- Lesson-7 : Mowgli among the Wolves (19 periods)
- Lesson-8 : The story of Proserpine(19 periods)
- Lesson-9: J.C.Bose: a beautiful mind(16periods)

3rd Summative

- Lesson-10 : The Echoing Green(12 periods)
- Lesson-11 : The Axe(15 periods)
- Lesson-12 :My Diary(20 periods)
- Lesson-13: Ghosts on the Verandah(18 periods)

পরিবেশ ও ইতিহাস

২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণিতে সমাজবিজ্ঞানের নতুন পাঠক্রম চালু হতে চলেছে। সেই মোতাবেক 'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ের অংশ হিসাবে অতীত ও ঐতিহ্য নামের নতুন ইতিহাস বই প্রণীত হয়েছে। বইটির পরিকল্পনা ও প্রণয়ন কালে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫ (National Curriculum Framework, ২০০৫) যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত বিদ্যালয় পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির বানানো বিদ্যালয় সমূহের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে অন্তর্বর্তী প্রস্তাব (২০১১)-এর অন্তর্গত সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বিষয়ক পাঠক্রমটিও পর্যালোচিত হয়েছে। এই সমগ্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ফলাফল হিসাবে সপ্তম শ্রেণির জন্য ইতিহাস ও ঐতিহ্য পাঠ্যবইটি সম্ভবপর হয়েছে।

পাঠ্যবইটির একেবারে শেষ পাতায় অতি সংক্ষেপে একটি 'শিখন পরামর্শ' সংযোজিত হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যবইটি কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক করে তোলা যায় তারই রূপরেখা সেখানে আলোচিত। সেই আলোচনাই আরো বিস্তারিতভাবে করা এই লেখার মূল উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত, জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ (NCF, 2005) ও বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্তর্বর্তী প্রস্তাব (২০১১) দলিল দুটি এই আলোচনায় দিক্‌নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে ইতিহাস চর্চা

সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়াদের বয়ঃক্রম সাধারণভাবে ১১ বছর থেকে ১২ বছরের মধ্যে হওয়া স্বাভাবিক (যেহেতু ২০১২ সাল পর্যন্ত অনেক শিশুই ৫ বছরে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে)। ফলে একদিকে তারা শৈশব ও অন্য দিকে বাল্যের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। এই পর্যায়ে নিজের ও নিজের পরিপার্শ্বের প্রতি তার মনে নানা প্রশ্ন কৌতূহল তৈরি হয়। অজানাকে জানার প্রতি, অ্যাডভেঞ্চারধর্মী মানসিকতার প্রতি আগ্রহ দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই। এই বয়সের শিক্ষার্থীদের তাই একঘেয়ে তথ্যভারাক্রান্ত পাঠ্যবিষয় আকর্ষণ করে না। এই পর্যায়ের সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে ইতিহাস পঠন-পাঠনের প্রসঙ্গে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫-এ বলা হচ্ছে—"History will take into account developments in different parts of India, with sections on events or developments in other parts of the world (NCF, 2005, p. 53)

সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস পাঠ্যসূচি মূলত খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরেই কেন্দ্রীভূত। সেই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও তাদের ইতিহাসকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনার প্রসঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক উদাহরণকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ঐতিহাসিক পর্যায়ের তুলনামূলক আলোচনা (দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়), শহরের ঐতিহাসিক বিকাশ বিশ্লেষণে দিল্লিকে উদাহরণ হিসাবে নেওয়া (ষষ্ঠ অধ্যায়), সংস্কৃতির প্রসঙ্গে মণিপুরী নৃত্যকে উদাহরণ হিসাবে নেওয়া (সপ্তম অধ্যায়) প্রভৃতি। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিত মনে রেখে বাংলার ইতিহাসের উপরেও বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে নানান অধ্যায়ে।

এর পাশাপাশি, ঐ কাল পর্যায়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগের নানা দিকগুলিও আলোচনায় আনা হয়েছে। ফলে আলোচ্য কাল পর্যায়ে বহির্ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের প্রসঙ্গগুলিও ছাত্র ছাত্রীরা খুঁজে পাবে (বিশেষত, তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায়গুলিতে)। প্রসঙ্গত জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ বলা হয়েছে 'In a pluralistic society like ours, it is important that all regions and social groups be able to relate to the textbook. Relevant local content should be part of the teaching- learning process...' *(NCF2005,p.50)*

ইতিহাস চর্চার ধারণা, এই পাঠ্যবইটির বৈশিষ্ট্য এবং তথ্য ও অনুমিতি নির্মাণ

বিদ্যালয়স্তরে ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি চালু ধারণা হলো কেবল তথ্য মুখস্থ করা ও যথাসম্ভব বড়ো বড়ো উত্তর লেখা। বলা বাহুল্য এই দুটি ধারণাই ভুল এবং তা ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস বিষয়ের প্রতি অনুরাগের বদলে বিকর্ষণ তৈরি করার

প্রধান সহায়। এ বিষয়ে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে– "It is believed that the social sciences merely transmit information and are text centred. Therefore, the content needs to focus on a conceptual understanding rather lining up facts to be mermorised for examinations... emphasis has to be laid on developing concepts and the ability to analyse socio-political realities rather than on the mere retention of information without comprehension." (NCF, 2005, p.50).

এই পাঠ্যবইটিতে তথ্যকে কেবল তথ্য হিসাবে ছেড়ে রাখা হয়নি। প্রতিটি তথ্যকে কোনো এক বৃহত্তর অনুমিতি (inference) নির্মাণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তথ্য ছাড়া ইতিহাস তৈরি হতে পারে না। কিন্তু বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত তথ্য সমাবেশও ইতিহাসের কাজ নয়। এই বইতে, প্রতিটি তথ্যই সন্নিবেশিত হয়েছে যৌক্তিক বিশ্লেষণের উপকরণ হিসাবে। তথ্যের স্বাতন্ত্র্য (autonomy) নয়, বরং তথ্যরাশির মধ্যে থেকে সাধারণ বোধের ও অনুমিতির বিকাশের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। তথ্য মুখস্থ করার বদলে অনুমিতি নির্মাণের লক্ষ্যেই ছাত্রছাত্রীদের উস্‌কে দেওয়া দরকার। তাহলেই তথ্য আর 'ভার' (burden) না হয়ে, যৌক্তিক অনুমিতিতে পৌঁছানোর রসদ হয়ে উঠবে।

পাশাপাশি, বইটিতে প্রতিটি প্রাসঙ্গিক ধারণা (concept) ব্যাখ্যা করার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। একেবারে গোড়া থেকেই যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিটি প্রসঙ্গ এমনকী কথার মানেও বুঝে নিতে পারে তার উপরে জোর পড়েছে। যেমন, রাজা, সুলতান, বাদশাহ প্রভৃতি উপাধির পার্থক্য কী (পৃ.৪৩), রাজিয়া কেন 'সুলতানা' নন, সুলতান (পৃ.৪৫), ওলন্দাজ, দিনেমার, প্রভৃতি শব্দের অর্থ কী (পৃ.১০৭) ইত্যাদি। আবার 'উলেমা' শব্দটিই যে বহুবচন, তাই 'উলেমারা' কথাটি ঠিক নয়, এধরণের ছোটোখাটো, কিন্তু জরুরি ধারণাকেও ভেঙে বলা হয়েছে (পৃ.৫৭)।

পাঠ্যবইটির মূল বৈশিষ্ট্য

১। যথাসম্ভব সহজ ভাষায় ও ছোটো বাক্যবন্ধের ব্যবহার।

২। বর্ণনার পাশাপাশি, তার পরিপূরক হিসাবে ছবি, ছক, রেখচিত্র ও মানচিত্রের ব্যবহার।

৩। বইটির বাঁ পাতার বাঁ দিকে ও ডান পাতার ডান দিকে একটি করে গোটানো কাগজের (scroll) ছাপ আছে। তার কিছু অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে। ঐ ফাঁকা জায়গাগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা রোজের আলোচনার জরুরি প্রসঙ্গগুলো লিখে রাখবে। এছাড়া বইটির ৬ নং পাতাটি পুরোটাই ছাড়া আছে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতি অনুরোধ, প্রথম দিনেই এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের ওয়াকিবহাল করে দিন।

ছবি, মানচিত্র এবং ছকের ব্যবহার

নতুন পাঠ্যবইটি বহু রঙিন এবং সাদাকালো ছবি সমৃদ্ধ। ছবিগুলি নিছক অঙ্গসজ্জার অংশ নয়। পাঠ্য বর্ণনা (narrative)-এর পরিপূরক হিসাবে ছবিগুলিকেও পড়তে ও বুঝতে তথা ব্যবহার করতে হবে। ছবিগুলি তার আগে-পরে আলোচিত প্রসঙ্গকে নিছক বর্ণনার গণ্ডির বাইরে দৃশ্যমান করে তুলে যাতে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার (understanding) বিকাশে সহায়ক হয় সেই লক্ষ্যে প্রতিটি ছবি সাজানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ স্পষ্টই বলা হয়েছে— "The teaching of the social science must adopt methods that promote creativity, aesthetics and critical perspectives, and enable children to draw relationships between past and present, ..." (NCF, 2005, p. 53-54) আরো বলা হচ্ছে— " Teaching (of social science) should utilise greater resources of audio-visual materials, including photographs, charts, maps and replicas of archaeological and material cultures." (NCF, 2005, p.54)

ছবি ব্যবহারের উদাহরণ হিসাবে এখানে তিনটি ছবির প্রসঙ্গ আলোচিত হলো।

১। পৃ. ২৭-এ ভারতের সামন্ত ব্যবস্থা আলোচনার ক্ষেত্রে একটি ছবির ব্যবহার করা হয়েছে। ত্রিভুজাকৃতি সামন্ত-সমাজ ব্যবস্থার ছবি। কেন সামন্ত-সমাজের আকৃতির জ্যামিতিক রূপ ত্রিভুজের মতো হয় সেটা বোঝাবার জন্য ছবিটির ব্যবহার করা জরুরি। সামন্ত ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রাথমিক ধারণাটি অনেক তথ্য মুখস্থ করে মনে রাখার বদলে, ঐ ছবিটি বুঝে নিলেই সহজে শিক্ষার্থীর বোধগম্য হবে।

২। পৃ. ৭৫-এ *আকবরনামা* গ্রন্থের দুটি ছবি আছে। বাদশাহ আকবরের চিতোর দুর্গ অভিযানের ছবি। মুঘলরা কী কী যুদ্ধ কৌশলে দুর্গ দখল করত, তার বিস্তৃত আলোচনা বইতে নেই। কিন্তু, ঐ ছবি দুটির মধ্যে তার অনেক ইঙ্গিত আছে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে ছবি দুটি দেখতে বলে, মুঘলদের দুর্গ অভিযানের রীতি বিষয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কামান ও বন্দুকের ব্যবহার দুর্গ দখলের ক্ষেত্রে কীভাবে ভূমিকা নিত, তার আভাস পাওয়া যাবে ছবি দুটি থেকে। প্রসঙ্গত পৃ. ৫৪-তে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ছবি, পৃ.৭৮-এ দৌলতাবাদ অভিযান, পৃ.৭৯-তে সামুগড়ের যুদ্ধের ছবি, পৃ.৮৩-তে গোলকোণ্ডা অভিযান, ও পৃ.১৫২-তে রণথম্ভোর দুর্গ অভিযানের ছবিগুলি ৭৫ পৃষ্ঠার ছবিদুটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ছাত্রছাত্রীরা মুঘল যুদ্ধ পদ্ধতি বিষয়ে একটা ধারণা করতে পারবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা নিশ্চয় লক্ষ করবেন যে, অনেক ক্ষেত্রে ছবির পাশেই ঐ ছবি সংক্রান্ত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিতে প্রাত্যহিক আলোচনায় ছবিগুলিকে সেভাবে ব্যবহার করলেই ছবিগুলির উপযোগিতা থাকবে।

৩। পৃ.১১২ তে 'মুঘল শিল্পীদের চোখে ভারতবর্ষের জীবন-জীবিকা' শীর্ষক চারটি ছবি সন্নিবেশিত হয়েছে। আবার ১১৬ পৃষ্ঠায় 'জীবন-জীবিকার নানারকম : সুলতানি ও মুঘল যুগ' শীর্ষক পাঁচটি ছবি আছে। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম অংশে যেখানে সুলতানি ও মুঘল যুগে ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কথা আছে, তার সঙ্গে ঐ ছবিগুলি মিলিয়ে আলোচনা করলে ঐ বর্ণনা কেবল ধারাবিবরণ নয়, দৃশ্য হিসাবেও ফুটে উঠবে শিক্ষার্থীদের চোখে। সেক্ষেত্রে ১১২ পৃ. ছবিটি নিয়ে আলোচনা করলে, কে কীভাবে চারটি ছবি ব্যাখ্যা করছে সেদিকেও শিক্ষক/শিক্ষিকা নজর দিতে পারেন। তারপরে ১১৩ পৃ. থেকে জীবনযাত্রার প্রসঙ্গে আলোচনায় যেতে পারেন। ১১২ পৃ. ছবি চারটিতে যেমন মাছ ধরা, তুলো-সুতো তৈরির প্রসঙ্গ আসবে, তেমনি আসবে দুর্গ তৈরির প্রসঙ্গ। দুর্গ তৈরিতে যে পুরুষের পাশাপাশি, মহিলাদের ভূমিকাও ছিল, সে কথাটাও উঠে আসবে। যাতে প্রতিটি ছবি তার বহুমাত্রিক চরিত্র নিয়ে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় উঠে আসে তার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সচেতনভাবে প্রসঙ্গ উস্‌কে দিতে তো হবেই।

বইটিতে মোট ১৪টি মানচিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি মানচিত্র বিবরণের পরিপূরক হিসাবে আলোচনায় আনতে হবে। মানচিত্রগুলিকে দেখে কেবল তার থেকেই ছাত্রছাত্রীরা কী কী বুঝতে পারছে বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করছে তার বিশ্লেষণে জোর দিতে হবে। তাতে করে মানচিত্র পাঠের ও বিশ্লেষণের দক্ষতাও তৈরি হবে। তাছাড়া, আলোচনায় যখনই কোনো এমন বিষয় আসবে, যার সম্বন্ধীয় মানচিত্র পাঠ্যবইটিতে নেই, তখন শিক্ষক/ শিক্ষিকা অতিরিক্ত মানচিত্র ব্যবহার করলে ভালো হয়। যেমন, তৃতীয় অধ্যায়ে আরব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রসঙ্গ আলোচনা কালে এশিয়ার মহাদেশের মানচিত্র থেকে ঐ স্থানগুলির অবস্থান ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে।

শাসকদের নাম ও শাসনকালের দীর্ঘ বর্ণনা পরিহার করে, তিনটি ছকের মাধ্যমে সেগুলি প্রয়োজনমতো তুলে ধরা হয়েছে (পৃ. ১৭, ৫৩ ও ৬২)। ছকগুলি থেকে ছাত্রছাত্রীরা কী কী বুঝতে পারছে, সেবিষয়ে তাদের নিজস্ব বিশ্লেষণ করার উপর জোর দেওয়া যেতে পারে।

টুকরো কথা, মনে রেখো, কথার মানে এবং ভেবে বলো

পাঠ্যবইটির মূল বিবরণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কখনও বা পাতার পাশে, কখনও মাঝে 'টুকরো কথা', 'মনে রেখো', 'কথার মানে' ও 'ভেবে বলো' শীর্ষক ছোটো-বড়ো অংশ সন্নিবেশিত হয়েছে। বস্তুত, প্রথম তিনটি এক্ষেত্রে মূল বর্ণনার নানা অংশকে আরেকটু গভীরে আলোচনা করে ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য করে তোলায় ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রের দিক থেকে ওগুলি

'anecdote'-ধর্মী। একটা প্রসঙ্গকে মনোগ্রাহী ও বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রেই যেন 'টুকরো কথা', 'মনে রেখো' অংশগুলির ব্যবহার হয়। সেটা খেয়াল রাখবেন শিক্ষক/শিক্ষিকা। এই বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে আলোচিত হয়েছে।

নানা প্রসঙ্গে 'ভেবে বলো' শীর্ষক অংশে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব অনুমিতি (inference) নির্মাণের দিকে উস্‌কে দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পাতার পাশে scroll-এও প্রশ্ন রাখা হয়েছে, যার আলোচনা কোনো বর্ণনা, ছবি, মানচিত্র বা ছক-নির্ভর ভাবে করা যাবে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবইটির দৈনন্দিন ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষেপাঠ্যবইটির দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিষয় হলো, নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যবইটির পঠন-পাঠন ও আলোচনা শেষ করা এবং কোনো ভাবেই মুখস্থবিদ্যা-নির্ভর তথ্যভারাক্রান্ত ইতিহাসচর্চার বাতাবরণ না তৈরি হতে দেওয়া। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে স্বতন্ত্র মতামত, ভাবনা-চিন্তা করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা দরকার। এতদিন ধরে প্রচলিত তথ্য মুখস্থ করার পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই জড়তা ভেঙে আলোচনায় অংশ নিতে পারবে না। তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের একটু একটু ধরিয়ে দিতে হবে শিক্ষক/শিক্ষিকাকেই। সামান্য পারলেই আরো ভালো করার উৎসাহ দিতে হবে। সাধারণ পর্যবেক্ষণ, বোধ-বুদ্ধি-জাত ধারনার সঙ্গে যাতে তাদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত হতে পারে, তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। যেমন, দৈনন্দিন ব্যবহারের জল ছাত্রছাত্রীরা কোথা থেকে পায়, তার আলোচনার খেই ধরে দিল্লি শহর কেন যমুনা নদীর ধার ধরে বিকশিত হলো, কেন জল সংরক্ষণ করা সুলতান ও বাদশাহদের কাজ হিসাবে ধরা হতো প্রভৃতি প্রসঙ্গে চলে যাওয়া যেতে পারে। আবার, পঞ্চায়েত বা পৌরসভার কী কী কাজ ছাত্রছাত্রী দেখতে পায়, সে প্রসঙ্গ ধরে স্বায়ত্তশাসনের আলোচনায় চলে যাওয়া যায়।

পাঠ্যবইয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে

পাঠ্যবই ও তার অন্তর্গত তথ্য মুখস্থ করা ও স্মৃতি-নির্ভর চর্চা যে ইতিহাস শিক্ষার পথে অন্তরায় তার বিষয়ে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ বিস্তৃত আলোচনা লক্ষনীয়। "In order to make the process of learning participative, there is a need to shift from mere imparting of information to debate and discussion... The approach to teaching therefore needs to be open-ended. (NCF, 2005, p.54)

ফলে, ছাত্রছাত্রীদের একা একা পড়ার বদলে, শ্রেণিতে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে সবার মধ্যে আলোচনা গড়ে তোলা জরুরি। বিতর্ক উস্‌কে দেওয়ার জন্য পাঠ্যবইটির ব্যবহার এবং নানা কাল্পনিক পরিস্থিতি তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের মতামত জানতে চাওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে শিক্ষক/শিক্ষিকাকেই। পাঠ্যবইটির ৫০ ও ৫১ পৃষ্ঠায় মহম্মদ বিন তুঘলকের প্রসঙ্গে তেমন একটি আলোচনা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আবার গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসনের মতো বিষয়গুলি আলোচনার জন্য নকল সভা (mock parliament) প্রভৃতি তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবং আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

স্থানীয় অঞ্চলে যদি কোনো ঐতিহাসিক স্থাপত্য বা নিদর্শন থাকে তাহলে সেগুলি দেখতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া দরকার। তাদের সেই অভিজ্ঞতা ছাত্রছাত্রীরা নথিবদ্ধ রাখলে ভালো। বিভিন্ন সংগ্রহশালা, যাদুঘর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। বিভিন্ন মূর্তি, স্থাপত্য, শিল্প, প্রত্নবস্তুর নকল (replica) সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষের একটা অংশে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বছরে একবার বা দু-বার ইতিহাস বিষয়ক ছোটো ছোটো প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার উদ্যোগ নিক ছাত্রছাত্রীরা (যেমন—তাদের স্থানীয় বাজারের সঙ্গে আলাউদ্দিন খলজির সময়ে দিল্লির বাজারের তুলনা)। স্থানীয় মানুষজন ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণির ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা সবাই সেই প্রদর্শনী ও আলোচনা সভাগুলোয় অংশ নিন। তাহলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভাবনা-চিন্তার কথা স্বাধীনভাবে ভাগাভাগি করে নিতে পারে সবার সঙ্গে।

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি, বিষয় অভিধান ('subject dictionaries'), সহযোগী ও পরিপূরক বই ('supplementary books', 'extra reading') এবং মানচিত্র সঙ্কলন ('atlases') প্রভৃতির ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে (NCF, 2005, p. 89-90)।

মূল্যায়ন, পরীক্ষা, প্রশ্ন পদ্ধতি ও সময়-বরাদ্দ-পরিকল্পনা

একজন ছাত্রছাত্রী কী কী জানে না বা পারে না, তার খতিয়ান তৈরি করা কোনোভাবেই মূল্যায়নের লক্ষ্য নয়। মূল্যায়ন ছাত্রছাত্রীর গঠনমূলক ভাবনা চিন্তা প্রকাশে যাতে সহায়ক হয়, তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি। শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের আলোচনা, বিতর্ক থেকে দৈনন্দিন ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়নে জোর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে শ্রেণির সমস্ত ছাত্রছাত্রী যাতে আলোচনায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে তার সযত্ন প্রয়াস দরকার। ধারাবাহিক ও সার্বিক মূল্যায়ন (CCE)-এর অংশ হিসাবেই বছরে তিনটি মূল্যায়ন হবে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন নির্বাচনে বিশেষ যত্নবান হওয়া দরকার। পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে (প্রথম অধ্যায় বাদে) একটি নমুনা অনুশীলনী 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো' সংযোজিত হয়েছে। সেখানে শূন্যস্থান পূরণ, স্তম্ভ মেলানো, বিবৃতি থেকে ব্যাখ্যা নির্বাচন প্রভৃতি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। কোথাও সরাসরি তথ্য জানতে চাওয়ার মতো প্রশ্ন রাখা হয়নি। ঐ জাতীয় প্রশ্নগুলিই তথ্য মুখস্থ করার প্রবণতা তৈরি করে। **তাই, *কবে, কাদের মধ্যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়?* —এই জাতীয় সরাসরি তথ্যভিত্তিক উত্তর জানতে চাওয়ার প্রশ্ন দেওয়া ঠিক নয়।** এছাড়া, সংক্ষেপে ও বিশদে একটি বিষয়, ধারণা বা কতগুলি বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করায় জোর দেওয়া হয়েছে প্রশ্নের ক্ষেত্রে। সেখানে *'আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযান বিষয়ে লেখ'* গোছের প্রশ্ন অবশ্য পরিহার্য। বরং মানচিত্র ও ছবিগুলির ব্যবহার করে তার থেকে প্রশ্ন করা যেতে পারে। 'কল্পনা করে লেখো' শীর্ষক প্রশ্নগুলি মূল্যায়নে না দেওয়াই ভালো। যেগুলি বছরভর শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা উচিত।

বস্তুত, প্রশ্ন নির্বাচন করার সময়ে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, অনেক তথ্য ও অনেক পাতা উত্তর লেখার বদলে সংক্ষিপ্ত, সৃজনশীল ও ভাবনা-চিন্তা-সমৃদ্ধ উত্তর কাম্য। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ বলা হচ্ছে---"The types of questions that are set for assessment need to go beyond what is given in the book. Often children's learning is restricted as teachers do not accept their answers if they are different from what is presented in the guidebook." (NCF, 2005, p.74)

পাঠ্যসূচি

১. ইতিহাসের ধারণা

১.১ ইতিহাসে যুগবিভাগ ও তার সমস্যা : যুগবিভাগের যুক্তি : ইতিহাসের বিবর্তনমূলক ধারণা; যুগবিভাগের ভিত্তি সমস্যা।

১.২ ইতিহাস কীভাবে জানা যায়? সপ্তম থেকে অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য।

১.৩ হিন্দ, হিন্দুস্তান ও ইন্ডিয়া : লিখিত উপাদানে ভৌগোলিক পরিচিতি হিসাবে এই নামগুলির উল্লেখ।

২. ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা : খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

২.১ প্রাচীন বাংলা : ভৌগোলিক বিভাগ।

২.২ শশাঙ্ক।

২.৩ বাংলার পাল রাজাদের শাসনকাল : খ্রিস্টিয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত।

২.৪ অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থান — ত্রিশক্তি সংগ্রাম।

২.৫ বাংলায় সেনরাজাদের শাসনকাল।

২.৬ দক্ষিণ ভারতের চোল শক্তি।

৩. ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা : খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

৩.১ ইসলাম ও ভারত : ইসলামের উদ্ভব, বিকাশ ও পূর্বমুখী বিস্তার, আরব, গজনবি ও ঘুরিদের ভারতে আগমন, বাংলায় তুর্কি অভিযান।

৩.২ ভারতের অর্থনীতি : খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক, উত্তর ভারতের অর্থনীতি।

৩.২.১ দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতি।

৩.২.২ পাল ও সেনযুগে বাংলার ধনসম্পদ ও অর্থনীতি।

৩.৩ বাংলার সংস্কৃতি : খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক (পাল ও সেন যুগ)।

৩.৪ ভারত ও বহির্বিশ্ব : খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক : তিব্বত ও দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ।

৪. দিল্লি সুলতানি : তুর্কো -আফগান শাসন

৪.১ সুলতান কে?

৪.২ খলিফা ও সুলতানের সম্পর্ক

৪.৩ দিল্লি সুলতানি : খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগ।

৪.৪ সুলতানির বিস্তার ও স্থায়িত্বদান : গিয়াসউদ্দিন বলবন; সুলতানি ও উত্তরাধিকার।

৪.৫ দাক্ষিণাত্যে সুলতানির বিস্তার : আলাউদ্দিন খলজি।

৪.৬ দিল্লি সুলতানি : খ্রিস্টিয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে।

৪.৭.১ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : সামরিক নিয়ন্ত্রণ— মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে এবং সেনাবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি এবং মহম্মদ বিন তুঘলকের কার্যাবলীর তুলনামূলক আলোচনা।

৪.৭.২ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ— রাজতান্ত্রিক আর্দশ; আমির ও উলেমার সঙ্গে সুলতানের দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থান; সামরিক ব্যক্তিদের হাতে ভূমি-রাজস্ব ও প্রশাসনিক দায়িত্ব — ইকতা ব্যবস্থা।

৪.৭.৩ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও জনকল্যাণকর সংস্কার — আলাউদ্দিন খলজি, মহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরোজ শাহ তুঘলকের কার্যাবলী।

৪.৮ প্রাদেশিক শাসন।

৪.৮.১ বাংলায় ইলিয়াসশাহি ও হোসেনশাহি শাসন।

৪.৮.২ দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের সম্পর্ক।

৫. মুঘল সাম্রাজ্য

৫.১ মুঘল কারা? বাদশাহ কে?

৫.২ মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তার : যুদ্ধ ও মৈত্রী; মুঘল উত্তরাধিকার নীতি; মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব;আকবর, জাহাঙ্গির, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেব।

৫.৩ মুঘলদের রাজপুতনীতি ও দাক্ষিণাত্য নীতির চরিত্র : আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব।

৫.৩.১ মুঘল ও রাজপুতদের মধ্যে সম্পর্ক।

৫.৩.২ মুঘল রাজশক্তি ও দাক্ষিণাত্য।

৫.৪ বাদশাহি শাসন : প্রশাসনিক আদর্শ — 'সুলহ-ই-কুল'; সামরিক ও প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস—মনসবদার ও জায়গিরদার; রাজস্ব ব্যবস্থা এবং জাবতি ব্যবস্থা।

৬. নগর, বণিক ও বাণিজ্য

৬.১ মধ্যযুগের ভারতের শহর।

৬.১.১ সুলতানদের রাজধানী দিল্লি : খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের গোড়া পর্যন্ত।

৬.১.২ শাহজাহানাবাদ : মুঘল-রাজধানী : খ্রিস্টিয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক।

৬.২ বণিক ও বাণিজ্য —বাণিজ্য কারা করত? কীভাবে করত? কাদের সঙ্গে বাণিজ্য হতো?

৬.২.১ দেশের ভেতরের বাণিজ্য।

৬.২.২ দেশ ও বিদেশের বাণিজ্য।

৬.৩ ভারতে বিদেশি বণিকদের আগমন; বাণিজ্যে রাষ্ট্র ও শাসক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা।

৭. জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি : সুলতানি ও মুঘল যুগ

৭.১ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার নানা দিক।

৭.২ নতুন লোকায়ত ধর্মীয় ভাবনা : ভক্তি ও সুফিবাদ; ভক্তি ও সুফিবাদের সামাজিক প্রভাব।

৭.৩ শ্রীচৈতন্য ও বাংলায় ভক্তিবাদ : সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মে প্রভাব।

৭.৪ দীন-ই-ইলাহি— রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় আদর্শের সমন্বয়।

৭.৫ সুলতানি ও মুঘল স্থাপত্য—সুলতানি ও মুঘল স্থাপত্যরীতিগুলির মূল বৈশিষ্ট্য; আঞ্চলিক স্থাপত্য–দক্ষিণ ভারত; বাংলার স্থাপত্যরীতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (গৌড়, পান্ডুয়ার স্থাপত্য এবং টেরাকোটা)।

৭.৬ সুলতানি ও মুঘল যুগের শিল্পকলা—মুঘল আমলে দরবারি চিত্রকলা; আঞ্চলিক চিত্রকলা– রাজপুত ও কাংড়া চিত্রকলা; সংগীত ও নৃত্য : দরবারি ও আঞ্চলিক সংগীত ও নৃত্যশৈলীর বিকাশ।

৭.৭ ভাষা ও সাহিত্য।

৭.৭.১ সুলতানি ও মুঘল আমলে আরবি ও ফারসি চর্চা।

৭.৭.২ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য।

৭.৮ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি— জনজীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার।

৮. মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট

৮.১ গোড়ার কথা — মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

৮.২ শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র; শিখশক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র; অন্যান্য কয়েকটি বিদ্রোহ।

৮.৩ জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট : কারণ ও প্রভাব।

৯. আজকের ভারত : সরকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন

বর্তমান ভারতে সরকার সম্পর্কে ধারণা : সরকার কী? বর্তমানে ভারতে কী ধরনের সরকার আছে? সরকারের কাজ; সরকারের বিভিন্ন স্তর; স্বায়ত্তশাসন : পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন।

কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য (অধ্যায় ভিত্তিক)

প্রথম অধ্যায় :

* ইতিহাস ও তার বিবর্তনমূলক প্রকৃতি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* ইতিহাসের যুগ বিভাজন, প্রসঙ্গত ভারত-ইতিহাসের যুগ বিভাজন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

* প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক পরিচিতি বিষয়ে মানচিত্র-নির্ভর ধারণা।

* শশাঙ্কের শাসনকালে বাংলার সমাজ, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির অবস্থা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* খ্রিস্টিয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত (পাল-সেন শাসন) বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা।

তৃতীয় অধ্যায় :

* ইসলামের উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিত ও তার বিকাশ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* ভারতে ইসলামের আগমনের নানান পর্যায় বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও অর্থনীতি এবং প্রসঙ্গক্রমে ভারতে সামন্ততন্ত্র বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাংলার সমাজ, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির নানাদিক এবং জনগণের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির যোগাযোগের নানান স্তর বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।

চতুর্থ অধ্যায় :

* সুলতান, খলিফা, আমির, উলেমা প্রভৃতি পদ ও প্রতিষ্ঠান এবং তাদের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* দিল্লি সুলতানির শুরুর দিকের ঘটনাক্রম বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* সুলতানি শাসন ও কর্তৃত্বের বিস্তার, সুলতানি শাসনের স্থায়িত্বলাভের নানা প্রকরণ এবং সুলতানদের কার্যাবলী বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* সামরিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুলতানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা, প্রসঙ্গত ইকতা ব্যবস্থা বিষয়ে ধারণা।
* দিল্লি সুলতানির সমকালীন বাংলায় ইলিয়াসশাহি ও হোসেনশাহি শাসন এবং দক্ষিণ ভারতে বাহমনি ও বিজয়নগরের শাসন ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চরিত্র বিষয়ে ধারণা। প্রসঙ্গত, বাংলার ও বাহমনি, বিজয়নগরের সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।

পঞ্চম অধ্যায় :

* মুঘলদের উৎপত্তি ও পূর্বসূরীদের বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* বাদশাহ, সার্বভৌম শাসক প্রভৃতি পদ ও উপাধি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* বিভিন্ন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে মুঘল-শাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা, প্রসঙ্গত, মুঘল যুদ্ধকৌশল বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* মুঘলদের উত্তরাধিকার নীতি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* আফগান শক্তির সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত, প্রসঙ্গত; শেরশাহের শাসন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* খ্রিস্টীয় ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত মুঘল শাসন ও কর্তৃত্বের বিস্তার, বিবর্তন ও তার চরিত্র বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, মুঘলদের রাজপুত নীতি ও দাক্ষিণাত্য নীতির চরিত্র ও সেগুলির বির্বতন, মুঘল প্রশাসনিক আদর্শ, মনসব ও জায়গির প্রভৃতির ধারণা। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।

ষষ্ঠ অধ্যায় :

* সুলতানি ও মুঘল যুগে ভারতে শহর গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* সুলতানি ও মুঘল যুগে শাসনকেন্দ্র ও জনবসতির ক্ষেত্রে হিসাবে দিল্লি শহরের বিকাশ ও বিবর্তনের নানান বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* সুলতানি ও মুঘলযুগে দেশের ভিতরে ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যের নানা স্তর বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, ইওরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন, বণিক ঘাঁটির বিস্তার, এবং বাণিজ্যে ভারতীয় শাসক ও জনগণ কীভাবে অংশগ্রহণ করত সে বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।

সপ্তম অধ্যায় :

* সুলতানি ও মুঘল যুগে ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের নানান দিক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* সুলতানি ও মুঘল যুগে ধর্মীয় ভাবনা ও আচার-আচরণের নানা দিক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ প্রভৃতির উৎপত্তির পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* মুঘল শাসনের সঙ্গে দীন-ই-ইলাহি মতাদর্শের সম্পর্ক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* সুলতানি ও মুঘল আমলে কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষণায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপত্যশিল্পের প্রসার, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের নানা স্তর বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। খিলান, গম্বুজ, পিয়েত্রা দুরা কারুকার্য, চাহারবাগ প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কিত ধারণা বিষয়ে প্রাথমিক জানা-বোঝা।
* সুলতানি ও মুঘল আমলের পর্যায়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক স্থাপত্যরীতি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নানা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* সুলতানি ও মুঘল দরবারি চিত্রকলা চর্চার নানা বৈশিষ্ট্য ও তার বিকাশ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, হস্তলিপি শিল্প, কারখানা প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* রঙের ব্যবহার, ছবি আঁকার বিষয়বস্তু নির্বাচন, পৃষ্ঠপোষণা ইত্যাদি বিষয়ে আবুল ফজলের বর্ণনা-নির্ভর প্রাথমিক ধারণা।
* সুলতানি ও মুঘল যুগে বিভিন্ন আঞ্চলিক চিত্রকলার রীতি ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* সুলতানি ও মুঘল যুগে সংগীত ও নৃত্য শিল্পের নানা আঙ্গিকের বিকাশ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* আরবি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সুলতানি ও মুঘলযুগে কীভাবে হয় সে বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, বাংলা সাহিত্যের নানা বর্গে সমকালীন সমাজ ও জনজীবনের ছবি কীভাবে ফুটে উঠেছে সে বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* সুলতানি ও মুঘল যুগে শাসন প্রক্রিয়ায় ও দৈনন্দিন জনজীবনে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের নানাবিধ ব্যবহার বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।

অষ্টম অধ্যায় :

* অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় মুঘল সাম্রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা কী কী সমস্যার মুখে পড়েছিল, সে বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ দিকে ঔরঙ্গজেবের পর্যায়ের সঙ্গে অষ্টম অধ্যায়ের অংশকে যৌক্তিক ক্রমে সংযুক্ত করতে পারা বিষয়ে ধারণা।
* শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের সংঘাতের চরিত্র বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।

* শিখ, জাঠ, সৎনামি, পাঠান প্রভৃতি জনগণের সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের সংঘাতের চরিত্র বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* পেশওয়া, খালসা প্রভৃতি পদ ও সংগঠন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* জায়গিরদারি ও মনসবদারি ব্যবস্থার সংকটের চরিত্র বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।

নবম অধ্যায় :

* সরকার, গণতন্ত্র, সংবিধান প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* সরকারের কাজ ও বিভিন্ন বিভাগ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* পশ্চিমবঙ্গে স্বায়ত্তশাসন ও তার মাধ্যম হিসাবে পৌরসভা এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যক্রম বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
* গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।

প্রান্তিক সামর্থ্য (ধারণাগত সামর্থ্য)

* বিভিন্ন প্রকার উপাদানের পর্যবেক্ষণ ও গুরুত্ব বিষয়ে ধারণা।
* ছবি, মানচিত্র, মুদ্রা প্রভৃতি উপাদান থেকে সমকালীন ইতিহাস কীভাবে বোঝা যায় সে বিষয়ে ধারণা।
* যুগবিভাজনের কারণ ও তার নানা দিক বিষয়ে ধারণা।
* খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শতাকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্রে বদল বিষয়ে ধারণা।
* বিভিন্ন স্থাপত্য ও চিত্রকলার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ধারণা।
* পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিভিন্ন ঘটনার কালানুক্রম ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা।
* পাঠ্যসূচির অন্তর্গত কালপর্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও জীবনযাত্রাগত নানান দিকের বিবর্তন ও তুলনামূলক ধারণা।
* পাঠ্যসূচির অন্তর্গত কালপর্বে বাংলার ইতিহাস ও তার নানান বির্বতন বিষয়ে ধারণা।
* পাঠ্যবইতে প্রদত্ত মানচিত্র ও ছবিগুলি থেকে সমকালীন ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া বিষয়ে ধারণা।

মৌখিক /লিখিত সামর্থ্য

* পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যৌক্তিকভাবে বলতে/লিখতে পারা।
* পাঠ্যসূচির অন্তর্গত কালপর্যায়ে কোনো দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে বলতে/লিখতে পারা।
* ছাত্র/ছাত্রীরা নিজেরাই বিভিন্ন প্রশ্ন, সমস্যা তৈরি করে তার মৌখিক/লিখিত সমাধান অনুসন্ধান করা।
* পরিচিত পরিবেশে থাকা ইতিহাসের নানান উপাদান চিহ্নিত ও পর্যবেক্ষণ করে তার মৌখিক/লিখিত ব্যাখ্যা করা।
* পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়/ঘটনার মধ্যে কী কী সম্পর্ক থাকতে পারে সে বিষয়ে মৌখিক/লিখিত অনুমান করতে পারা।
* পাঠ্যসূচির অন্তর্গত কোনো বিষয়/ঘটনার সঙ্গে আগে জানা/পড়া কোনো বিষয়/ঘটনার তুলনা বা সম্পর্ক নিরূপণ করে মৌখিক/লিখিত ব্যাখা করা।
* পাঠ্যসূচির অন্তর্গত কোনো বিষয়ে দলগতভাবে আলোচনা করতে পারা এবং সেই আলোচনাকে যৌক্তিকভাবে লিখতে পারা।
* কাল্পনিক কোনো ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে নিজের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতাকে পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণভাবে বলতে /লিখতে পারা।

বিষয় -নির্ভর কৃত্যালি

প্রথম অধ্যায় :

* স্থানীয় ইতিহাস লিখতে হলে কী কী উপাদান কাজে লাগতে পারে, কোথা থেকে সেগুলি পাওয়া যাবে, কীভাবে সেগুলি কাজে লাগানো যাবে—যে বিষয়ে দলগত সমীক্ষা/আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।
* স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিদের থেকে তাঁদের ছোটোবেলার সময় বিষয়ে নানা অভিজ্ঞতার কথা শোনা ও তার তুলনামূলক আলোচনা করার জন্য দলগত সমীক্ষা-নির্ভর প্রকল্প।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

* বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মানচিত্রের সঙ্গে আদি-মধ্যযুগের বাংলার মানচিত্রের তুলনা-নির্ভর প্রকল্প
* মাৎস্যন্যায়, কৈবর্ত বিদ্রোহ প্রভৃতি বিষয়গুলিতে সমকালীন জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করে সংলাপ/ আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প। পারলে সেগুলি অভিনয়যোগ্য করে তোলা।
* পাল ও সেন আমলের বাংলার বিভিন্ন দিকের তুলনা করে ছবি ও লেখা-নির্ভর প্রকল্প।

তৃতীয় অধ্যায় :

* সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উপর একটি মডেল বানানো।
* পাল-সেন আমলে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানের মানুষদের মধ্যে কথোপকথন-নির্ভর প্রকল্প।
* পাল-সেন আমলে বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস, বিদ্যাচর্চা, শিল্প, অর্থনীতির সঙ্গে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মানুষের খাদ্যাভাস, বিদ্যাচর্চা, শিল্প, অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।

চতুর্থ অধ্যায় :

* চতুর্থ অধ্যায়–সংশ্লিষ্ট মানচিত্রগুলির মধ্যে তুলনামূলক বিবর্তন-নির্ভর প্রকল্প।
* ইবন বতুতার রচনায় যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্ণনা বা বিদেশী পর্যটকদের রচনায় বিজয়নগরের বর্ণনা থেকে একটি নাট্যরূপ বানানো বা ছবি আঁকা-নির্ভর প্রকল্প।
* দিল্লি সুলতানির সময়ে মোঙ্গল আক্রমণ বিষয়ে একটি সময় সারণি বানানো।
* মোঙ্গল আক্রমণ-মোকাবিলায় বিভিন্ন সুলতানদের পদক্ষেপ-নির্ভর প্রকল্প।

পঞ্চম অধ্যায় :

* পাঠ্যবইতে পঞ্চম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত যুদ্ধ-বিষয়ক ছবিগুলির তুলনা-নির্ভর মুঘল রণকৌশলের উপরে প্রকল্প।
* মুঘল শাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সময় সারণি তৈরি করা।
* বিভিন্ন মুঘল সম্রাটদের শাসনের বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।

ষষ্ঠ অধ্যায় :

* সুলতানি-মুঘল আমলে দিল্লি শহরের একজন সাধারণ বাসিন্দা হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা-নির্ভর প্রকল্প লিখে/ ছবি এঁকে বা কথোপকথন/ সংলাপ রচনা করে করা যেতে পারে।
* ছাত্র-ছাত্রীর স্থানীয় গ্রাম/শহর কীভাবে গড়ে উঠেছে তার দলগত সমীক্ষা-নির্ভর প্রকল্প।
* স্থানীয় অঞ্চলের জল-সরবরাহ ব্যবস্থার বিবর্তন, বসতি বিন্যাস, জীবিকা-বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে দলগত সমীক্ষা-নির্ভর প্রকল্প।
* সুলতানি ও মুঘল আমলের বাণিজ্যের নানা দিকের সঙ্গে বর্তমান সময়ের বাণিজ্যের নানা দিকের তুলনামূলক-আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।

সপ্তম অধ্যায় :

* পাঠ্যবইতে সপ্তম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত বিভিন্ন ছবি থেকে সমকালীন জীবনযাত্রার ইতিহাস লেখার প্রকল্প।
* ছাত্র/ছাত্রীরা স্থানীয় বাজারে গিয়ে বাজারদর, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, গণবন্টন ব্যবস্থা (রেশনিং) প্রভৃতি বিষয়ে সমীক্ষা করে সেগুলিকে সুলতানি ও মুঘল আমলের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা-নির্ভর প্রকল্প।
* সুলতানি ও মুঘল যুগের জীবনযাত্রার নানাদিকের সঙ্গে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের নানাদিকের তুলনামূলক কথোপকথন/সংলাপ রচনা নির্ভর প্রকল্প।
* বিভিন্ন ভক্তি ও সুফি সাধকদের জীবনী ও কাজ-নির্ভর প্রকল্প।
* স্থানীয় অঞ্চলে বিভিন্ন পুরাতন স্থাপত্যের নিদর্শন দলগত সমীক্ষা নির্ভর-প্রকল্প। সেগুলির ইতিহাস,বৈশিষ্ট্য, সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে প্রকল্প।
* পাঠ্যবইতে সপ্তম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত বিভিন্ন স্থাপত্য কর্মের ছবিগুলির পারস্পরিক তুলনা করে প্রকল্প।
* ছবি আঁকা বা সংগীত -নৃত্যের চর্চাকারী ছাত্র/ছাত্রীরা চিত্রকলা ও সংগীত-নৃত্য-ভিত্তিক প্রকল্প তৈরি করতে পারে।
* সুলতানি ও মুঘল আমলে প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে বর্তমানকালে ঐসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।

অষ্টম অধ্যায় :

* ৫.১, ৫.২ মানচিত্রদুটির সঙ্গে (পঞ্চম অধ্যায়) ৮.১ মানচিত্রটির তুলনা করে মুঘল শাসনের বির্বতন বিষয়ক প্রকল্প।
* মুঘল জায়গিরদার ও মারাঠা সর্দার, শিখ, সৎনামি, জাঠ, পাঠান জনগণের মধ্যে মুঘল শাসনের নানাদিক বিষয়ে কথোপকথন রচনা-নির্ভর প্রকল্প।

নবম অধ্যায় :

* বনসৃজন, বৃক্ষরোপণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, সাক্ষরতা প্রভৃতি বিষয়ে স্থানীয় অঞ্চলে সমীক্ষা করা, ও নানা উদ্যোগ নেওয়ার প্রকল্প।
* গণতন্ত্র ও নানা বিষয়ে শ্রেণিতে বির্তকসভার উদ্যোগ নেওয়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

সমগ্র পাঠ্যবইতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ বা স্থানের কথা আছে, যেগুলি বর্তমানেও রয়েছে, যেমন, বাংলায় বৌদ্ধবিহার, গৌড়, পাণ্ডুয়া, নবদ্বীপের নানা অঞ্চলে থাকা ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের দেখানো ও তাদের সেই অভিজ্ঞতা-নির্ভর নানা প্রকল্প সামগ্রিক ইতিহাস-বোধ তৈরি করতে খুবই সহায়ক হবে।

*** পুরো বইটির চর্চা শেষ হলে পরে, খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগের মধ্যে ভারতের ইতিহাস ও তার নানান দিক নিয়ে বিস্তৃত সময় সারণি বানানো যেতে পারে।**

*** ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বছরে অন্তত দু-বার ইতিহাস বিষয়ে প্রদর্শনীর উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আর শ্রেণিকক্ষেই কোনো একটি জাযগায় পারলে একটি ইতিহাস কোণ(History Corner) তৈরি করুন। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরাই নানা পুরোনো জিনিস সংগ্রহ করে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ সংরক্ষণ করুক । এতে যেমন পাঠ্যবই নির্ভরতা দূর হবে তেমনি অতীতের সঙ্গে একটা জীবন্ত যোগাযোগ তৈরির সম্ভাবনা বাড়বে।**

১. ভারতের মানচিত্রে খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের বিস্তার/বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের পথগুলি/গুরুত্বপূর্ণ নগর, বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও বাণিজ্যপথ প্রভৃতি চিহ্নিত করা ও সে সম্পর্কে যৌক্তিক অনুচ্ছেদ রচনা করা।

২. পাল-সেন যুগ/সুলতানি আমল/মুঘল আমলের জীবনযাত্রার নানা অনুষঙ্গ (যেমন: অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ,খাদ্য, বাসস্থান, মুদ্রা ইত্যাদি) নিয়ে ছবি আঁকা ও মডেল তৈরি (যেমন: ত্রিমাত্রিক মানচিত্র)।

৩. পরিচিত এলাকায় বয়স্ক ব্যক্তিদের থেকে আঞ্চলিক ইতিহাসের গল্প শোনা; সেই ইতিহাসের আনুষঙ্গিক কোনো নিদর্শন থাকলে তার ছবি এঁকে/তুলে খাতায় আটকানো ও সে সম্পর্কে লিখে রাখা।

৪. দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের যেসব অনুষঙ্গ দেখা যায় সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা। (যেমন: কৃষি/বাণিজ্য/মুদ্রার ব্যবহার/পোশাক পরিচ্ছদ ও খাদ্য ইত্যাদি)।

৫. শ্রেণিকক্ষে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে পাঠ্য বিষয়েঅলোচনা করা এবং তার থেকে নতুন যা জানা গেল তা খাতায় লিখে রাখা।

৬. পাঠ্যসূচি অন্তর্গত কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব/সাংস্কৃতিক নিদর্শনের ছবি আঁকা এবং তার সম্পর্কে লেখা; পরিচিত এলাকায় সংশ্লিষ্ট আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো নিদর্শন থাকলে সেটিকেও আলোচনার আওতায় নিয়ে আসা।

৭. ছবি, চার্ট, মানচিত্র ও সারণির সাহায্যে পাঠ্যসূচির অন্তর্গত দুটি ভিন্ন/সমসাময়িক কালের ঘটনা/স্থান/ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির তুলনা করা (যেমন: ফিরোজ শাহ তুঘলক ও শাহজাহানের আমলে দিল্লি/আলাউদ্দিন খলজি ও আকবর/চৈতন্য, নানক প্রমুখ।)

৮. পাঠ্যসূচির অন্তর্গত কোনো কাল্পনিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে নিজের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা (যেমন: তুমি যদি মাৎস্যন্যায়ের বাংলা/আকবরের আমলে আগ্রা গিয়ে পড়তে ইত্যাদি)।

৯. পাঠ্যসূচির অন্তর্গত পর্যায়কালের সময়সারণি তৈরি করা ও বিভিন্ন পর্যায়ের মূল ঘটনাগুলি চিহ্নিত করা।

১০. পাঠ্যসূচিতে যে পর্যায়ের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো নতুন অনুসন্ধান/আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশিত হলে তা সংগ্রহ করে খাতায় আটকানো ও তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি চিহ্নিত করে খাতায় লেখা।

১১. ঐতিহাসিক স্থান/জাদুঘর/সংগ্রহশালা প্রভৃতি স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করা ও নিজের পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা।

১২. পাঠ্যসূচির অন্তর্গত ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা (যেমন: গোপালের নির্বাচন/জাহাঙ্গিরের সভায় টমাস রো ইত্যাদি)।

পর্যায়ক্রমিক অধ্যায় বিভাজন

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।)

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : পঞ্চম, অষ্টম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়।

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : সপ্তম এবং নবম অধ্যায়। (এই অধ্যায় দুটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

ক। তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সপ্তম এবং নবম অধ্যায় দুটি বিশেষ গুরুত্ব পেলেও, পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিকেও ঐ মূল্যায়নের আওতায় আনতে হবে। তবে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা-নির্ভর বিকাশ ঘটেছে কিনা তার পরিমাপক প্রশ্ন দেওয়া জরুরি। অনুসন্ধান, তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ নির্ভর প্রশ্ন এক্ষেত্রে কাম্য। যেমন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে খ্রিস্টীয় নবম শতকের ভারতবর্ষের মানচিত্রটির সঙ্গে পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগের ভারতবর্ষের মানচিত্রটির তুলনামূলক আলোচনা ভিত্তিক প্রশ্ন করা যেতে পারে।

খ। বইটির অধ্যায়গুলিকে থিম-নির্ভর ভাবেও পড়ানো যায়। যেমন, পঞ্চম অধ্যায়ের পরে তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অষ্টম অধ্যায়টি পড়ানোর কথা বলা হয়েছে। তাতে মুঘল ও সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারণা তৈরি করে নিয়ে শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যোগসূত্রগুলি অনুধাবন করতে পারবে।

গ। তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের (Summative) ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে কতগুলি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁর নিজস্ব অঞ্চলের ছুটি ও শ্রেণিকক্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সামর্থ্য-নির্ভর সিদ্ধান্ত নিন। বিশেষত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শরৎকালীন ছুটির বিষয়টি বিবেচনায় রাখা দরকার। যদি সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ঐ ছুটি শুরু হয় তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের জন্য প্রায় সমান অধ্যায় বিভাজন হতে পারে। আবার যদি ঐ ছুটি অক্টোবর মাসে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে বেশি অংশ শেষ করে, তৃতীয় অংশে কম অধ্যায় রাখা যেতে পারে। পাঠ্যবইটির শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে এবিষয়ে খানিকটা হদিশ দেওয়া আছে। তবে এই বিষয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার স্ব-সিদ্ধান্ত (Autonomy of teacher) কেই সম্মান জানিয়ে, ঐ পর্যায়ভিত্তিক অধ্যায় বিভাজন তাঁদের নিজেদের বাস্তব-পরিস্থিতি-নির্ভর ভাবেই করার কথা বলা হচ্ছে। সপ্তাহে ৩টি পর্ব (Period) ধরলে বছরে ১২০টি পর্ব আনুমানিক ভাবে পাওয়া যেতে পারে। সেই অনুযায়ী পাঠ্য অধ্যায় ও কৃত্যালিগুলিকে শিক্ষক/শিক্ষিকা সাজিয়ে নিতে পারবেন।

বিশেষ সংশোধন

সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ের ২২ নং পৃষ্ঠায় দুটি 'টুকরো কথা' রয়েছে। পাতার বাঁদিকে 'কোরান ও কাবা' এবং পাতার মাঝে 'খলিফা ও খিলাফৎ'। ঐ টুকরো কথা দুটির ক্ষেত্রে কিছু পরিমার্জন করা হলো। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কাছে অনুরোধ রইল তাঁরা ঐ প্রসঙ্গ দুটি আলোচনার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ পরিমার্জন বিষয়ে যথাযথ ওয়াকিবহাল করে দেবেন।

যা ছিল	যা হবে
কোরান ও কাবা ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হলো কোরান। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে কোরানে আল্লাহ্‌র বাণী প্রকাশিত হয়েছে। আরব দেশের মক্কায় খুব বড়ো আকারের কালো রং-এর একটি চারকোণা পাথর আছে। তাকে বলে কাবা। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে থেকেই কুরেশি উপজাতির তীর্থক্ষেত্র ছিল কাবা। হজরত মহম্মদ কুরেশি উপজাতির মানুষ ছিলেন। পরবর্তীকালে কাবা মুসলমানদেরও তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে।	**কোরান ও কাবা** ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হলো কোরান। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে কোরান আল্লাহ্‌র বাণী। আরব দেশের মক্কা শহরের মধ্যে কাবা শরীফ আছে। কাবা শরীফে কালো রং-এর একটি পাথর আছে। তার নাম হাজার উল আসওয়াদ। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে থেকেই আরবদের তীর্থক্ষেত্র ছিল কাবা শরীফ। পরবর্তীকালে কাবা শরীফ ইসলামের তীর্থস্থান হয়ে ওঠে।
খলিফা ও খিলাফৎ মহম্মদের পর ইসলাম জগতের নেতৃত্ব কে দেবেন--- তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তখন মহম্মদের প্রধান চার সঙ্গীরা একে একে মুসলমানদের নেতা হন। এদের বলা হয় 'খলিফা'। খলিফা শব্দটা আরবি। তার মানে প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী। প্রথম খলিফা ছিলেন আবু বকর। খলিফাই হলেন ইসলামীয় জগতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা। যেসব অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলি হলো 'দার-উল-ইসলাম'। খলিফা এই পুরো দার-উল- ইসলামের প্রধান নেতা। তাঁর অধিকারের অঞ্চলের নাম 'খিলাফৎ'।	**খলিফা ও খিলাফৎ** মহম্মদের পর ইসলাম জগতের নেতৃত্ব কে দেবেন--- তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তখন মহম্মদের প্রধান চার সঙ্গীরা একে একে মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হন। এদের বলা হয় 'খলিফা'। খলিফা শব্দটা আরবি। তার মানে প্রতিনিধি। প্রথম খলিফা ছিলেন আবু বকর। খলিফাই হলেন ইসলামীয় জগতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা। যেসব অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলি হলো 'দার-উল-ইসলাম'। খলিফা এই পুরো দার-উল- ইসলামের প্রধান নেতা। তাঁর অধিকারের অঞ্চলের নাম 'খিলাফৎ'।

পরিবেশ ও ভূগোল

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা' (NCF 2005) এবং 'শিক্ষার অধিকার আইন' (RTE, 2009)— এই দুটি নথিকে অনুসরণ করে সপ্তম শ্রেণির 'ভূগোল' বিষয়ের পাঠ্যবই 'আমদের পৃথিবী' নির্মিত হয়েছে।

'ভূগোল' বিষয়টি পরিবেশ এবং মানবাজীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের নানান অভিমুখের নিরিখে আলোচিত হয়েছে।

- পাঠ্যবইটিকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, সহজ, প্রাঞ্জল, তথ্যভারমুক্ত, আনন্দদায়ক শিক্ষার সহায়ক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

- শিক্ষার্থীর মানসিক ক্রমবিকাশের স্তরের উপযোগী করে সক্রিয়তা ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

- চলিত মান্য ভাষায় (শিক্ষার্থীর পরিচিত, ঘরোয়া ভাষায়) বিষয়বস্তুর স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া হয়েছে।

- শিক্ষার্থীর জ্ঞানগঠন, মূল্যবোধের শিক্ষা ও সার্বিক বিকাশের প্রতি লক্ষ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

- শিক্ষার্থীর জানা ও শেখার আগ্রহ, আনন্দের প্রতি লক্ষ রেখে এবং নির্দিষ্ট মৌলিক ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করতে প্রচুর আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, বৈচিত্র্যপূর্ণ সারণি, ধারণা গঠনের লেখচিত্র, সরল মানচিত্র, তথ্যমৌচাক প্রভৃতি অভিনব শিখন সম্ভারে বইটিকে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করা হয়েছে।

- শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি এবং আবিস্কার প্রবন মননশীলতাকে উৎসাহিত করতে সমধর্মী অন্যান্য বিষয়ের প্রসঙ্গও আনা হয়েছে, যাতে ধারণার সুদৃঢ়করণ ঘটে।

- বিদ্যালয়ে ভীতিমুক্ত, আনন্দদায়ক পরিবেশ, কোনোরকম তাড়না, ভয় বা উদ্বেগ ছাড়াই যাতে শিক্ষার্থী শিখতে পারে এবং নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারে, সেজন্য পাঠ্যবিষয় এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নানা মজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ধাঁধা, সমান্তরাল পাঠ, আকর্ষণীয় শব্দছক, ছবির কোলাজ রাখা হয়েছে।

- শিক্ষার্থীকে নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অনুভবের পরিচিত পরিসর— অর্থাৎ তার বাড়ি, স্কুল, চারপাশের জগৎ থেকে ক্রমে ব্যাপ্ততর ভৌগোলিক ধারনার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

- 'হাতে কলমে' সমীক্ষা, সক্রিয়, 'অনুসন্ধান' এর মুখ্য উদ্দেশ্য— প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গঠন। ক্রমশ স্থান-কাল পরিসরে মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি এবং জীবন কুশলতার তাৎপর্য অনুধাবন এবং বিশ্বজনীন পরিবেশ সংকটে নিজস্ব দায়িত্ব উপলব্ধি এবং ভূমিকা গ্রহণ।

পাঠ একক	উপ একক / বিষয়বস্তু	সামর্থ্য / উদ্দেশ্য	সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন/ কর্মপত্র
প্রাকৃতিক ভূগোল **১. পৃথিবীর গতি** * পিরিয়ড (১২)	i) * পৃথিবীর বার্ষিক গতি। * অক্ষ, কক্ষপথ, কক্ষতল। * পৃথিবীর অপসূর ও অনুসূর অবস্থান। * সময় নির্ণয়, অধিবর্ষ।	* সুনির্দিষ্ট যুক্তিক্রমে , সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণ সম্পর্কে ধারণা গঠন। * সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের তারতম্য। * পরিক্রমণের সময় থেকে মাস, বছর- সময় গণনার প্রক্রিয়া অনুধাবন।	* প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ। * উপবৃত্ত অঙ্কন। * সহজ অঙ্ক সমাধান । * হাতে কলমে উদ্ভাবনী পরীক্ষা । * 'সূর্যঘড়ি' পর্যবেক্ষণ। * পারস্পরিক মতামত বিনিময়, দলগত আলোচনা।
	ii) * রবিমার্গ। * পৃথিবীতে তাপের তারতম্য, উত্তরায়ণ,দক্ষিনায়ণ।	* ঋতু কেন বদলায়। * সূর্যের বার্ষিক আপাত গতি।	* বছরের বিভিন্ন সময়ে আকাশে সূর্যের আপাত অবস্থান । * বিভিন্ন ঋতুতে দিন- রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ,সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
	iii)*পরিক্রমণের ফলাফল -ঋতু পরিবর্তন,কর্কট সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি, বসন্তকালীন এবং শরৎকালীন বিষুব। * মধ্যরাত্রির সূর্য, সুমেরু প্রভা, কুমেরু প্রভা।	* বিভিন্ন ঋতুতে উষ্ণতার পরিবর্তন, দিন রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি কীভাবে হয়। * আলোকিত রাত্রি', 'অন্ধকার দিন' এবং 'মধ্যরাত্রির সূর্য' সম্পর্কে কার্য-কারণ অনুধাবন। * ' ঋতুবৈচিত্র্য ও আমরা '।	* মগজাস্ত্র। * শব্দসন্ধান । * হাতে কলমে । * 'ধারণা-সারণী ' পূরণ। * সংবাদপত্র, দূরদর্শন, অন্যান্য শব্দ দৃশ্য মাধ্যম থেকে তথ্য আলোকচিত্র সংগ্রহ করে সৃজনমূলকপ্রতিবেদন, প্রকল্প রচনা।
২.ভূ-পৃষ্ঠে কোনও স্থানের অবস্থান নির্নয় । * পিরিয়ড (৬)	i)* অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার প্রয়োজনীয়তা, বৈশিষ্ট্য। * অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ। * স্থানীয় সময়। * প্রমান সময়।	* পৃথিবী পৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান ঠিক কীভাবে নির্মীত হয়-সম্যক ধারণা। * ভূ-পৃষ্ঠের ওপর এই কল্পিত রেখাগুলো কীভাবে নির্ধারণ করা হয়-অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ। * অক্ষরেখার পরিবর্তনে জলবায়ু এবং দ্রাঘিমা রেখার পরিবর্তনে সময়ের পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা। * অবস্থান নির্ণয়ের আধুনিক পদ্ধতি 'GPS'এর প্রাথমিক ধারণা।	* মানচিত্র অনুসন্ধান,বিশ্লেষণ ধারণা-তালিকা পূরণ। * মডেল নির্মাণ। * সরল রেখাচিত্র। * মগজাস্ত্র। * অবস্থান নির্ণয়ের 'ধারণা-সারণী' অনুশীলন।
৩. বায়ুচাপ * পিরিয়ড (৬)	i) * বায়ুচাপের ধারণা । * বায়ুচাপের গুরুত্ব : দৈনন্দিন জীবনে এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রনে। ii)* বায়ুচাপের তারতম্যের কারণ। * সমচাপ রেখা । * বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ।	* দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, পরিচিত পরিসরেপর্যবেক্ষণ, বায়ুচাপের কারণ, বায়ুচাপ মাপক যন্ত্র । * বায়ুচাপ সর্বত্র সমান হয় না কেন কারণগুলো কীভাবে বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রন করে- সম্যক ধারনা গঠন। * বায়ুপ্রবাহের কারণ- চাপেরপার্থক্য।	* প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছু মৌলিক ধারণা, মজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ধাঁধা এবং কার্য- কারণ অনুসন্ধান। * মগজাস্ত্র। * হাতে কলমে বিশ্লেষণ, যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা। * সাম্প্রতিক ভৌগোলিক ঘটনার তথ্য, নমুনা সংগ্রহ, সমীক্ষা, প্রতিবেদন ও প্রকল্প নির্মাণ ।

পাঠ একক	উপ একক / বিষয়বস্তু	সামর্থ্য / উদ্দেশ্য	সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন / কর্মপত্র
৪. ভূমিরূপ * পিরিয়ড (৬)	i)* ভূমিরূপের শ্রেণিবিভাগ (পর্বত, মালভূমি, সমভূমি) বৈশিষ্ট্য, উদাহরণ। * জনজীবনে ভূমিরূপের প্রভাব।	* পরিচিত পরিসর- অর্থাৎ বাড়ি, স্কুল, আশপাশের অঞ্চলের ভূমিরূপ পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা, অনুমান, ধারণা থেকে ভূ-পৃষ্ঠের সব জায়গা একইরকম নয় এবং কার্য-কারণ অনুধাবন। * পর্বত, মালভূমি, সমভূমি- বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য, প্রাকৃতিক , সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভাব, বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার পার্থক্য।	* মৌলিক ধারণা গঠনের অভিনব মডেল নির্মান-সহজ 'অরিগ্যামি' - কাগজ ভাঁজের খেলা । * তুলনা ও পার্থক্যের 'ধারণা-সারনী' পূরণ। * ছবির কোলাজ বিশ্লেষন। * 'শব্দসন্ধান','মগজাস্ত্র'। * নিজের অঞ্চলের 'ক্ষেত্র সমীক্ষা', কার্যকরী প্রকল্প, প্রতিবেদন।
৫. নদী * পিরিয়ড (৭)	i) * নদীর উৎস , মোহনা, ধারন অববাহিকা, জলবিভাজিকা, উপনদী, শাখানদী,অববাহিকা দোয়াব সম্পর্কিত সাধারন তথ্য। * তিনটি প্রবাহে নদীর প্রধান কাজ।	* বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং শিক্ষার্থীর শেখার আনন্দ আগ্রহ সৃষ্টিকারী ছোটো গল্পের অবতারণার মাধ্যমে মৌলিক ধারণা গঠন। * নিত্যবহ নদী ও অনিত্যবহ নদী । * নদীর শক্তির সঙ্গে নদীর কাজের সম্পর্ক। * মানুষের জীবনের সঙ্গে নদীর মিল। * তিনটি প্রবাহে বিশেষ ভূমিরূপ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা।	* নদীগুলো কতটা লম্বা ?-এঁকে ফেলতে পারো'-সহজ ও প্রাঞ্জল পদ্ধতিতে কার্টোগ্রাফিক অঙ্কন । * হাতে কলমে মজার পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং সনাক্তকরন । * আলোকচিত্র সনাক্তকরন। * ধারণা মানচিত্র। * ক্ষেত্র সমীক্ষা, বিশ্লেষণ, যুক্তিগত সিদ্ধান্ত।
	ii) * জনজীবনে নদীর প্রভাব।	* প্রাচীন নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা থেকে আধুনিক সময়ে মানুষের সমাজ অর্থনীতি, জীবনযাত্রায় নদীর প্রভাব । * মানুষের কিছু কাজও নদীর স্বাভাবিক ছন্দকে নষ্ট করছে।	* ছবির কোলাজ বিশ্লেষণ, তাৎপর্য অনুধাবন। * 'ধারণা-সারনী পূরণ। * শব্দ ছক । * উদ্ভাবনী ও প্রয়োগমূলক সমীক্ষা, শব্দ-দৃশ্য মাধ্যম থেকে তথ্য, চিত্র, সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, সৃজনমূলক প্রকল্প।
৬. শিলা ও মাটি * পিরিয়ড (৪)	i) * শিলা, খনিজ সম্পর্কে সাধারন ধারনা। * শিলা থেকে মাটি । * পলি মৃত্তিকার প্রকারভেদ (বেলেমাটি, এঁটেলমাটি, দোঁয়াশমাটি) বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার।	* দৈনন্দিন জীবনে শিলা, খনিজের উদাহরণ, ব্যবহার। * বিভিন্ন রকম শিলার উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য। * উদ্ভিদ ও কৃষিকার্যের সঙ্গে মৃত্তিকার সম্পর্ক। * মানুষের জীবিকা, জীবনযাত্রায় মৃত্তিকার প্রভাব।	* ধারণা মানচিত্র । * প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ। * শিলা, মাটি, খনিজের নমুনা সংগ্রহ। * ছবির কোলাজ বিশ্লেষণ। * সহজ পরীক্ষা, সিদ্ধান্ত। * ক্ষেত্র সমীক্ষা, প্রাকৃতিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশের আন্ত: সম্পর্ক।
পরিবেশ ও মানুষ **৭. জলদূষন** * পিরিয়ড (৮)	i) * কারণ। * ফলাফল।	* দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত বাস্তব প্রসঙ্গ অবতারণা, তথ্য, আলোকচিত্র থেকে সম্যক উপলব্ধি। * স্বাদু জল গুরুত্বপূর্ন প্রাকৃতিক সম্পদ। * জলদূষণের কারণ, পদ্ধতি, প্রেক্ষিত। * নিজের রাজ্যের , দেশের এবং বিশ্বের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি।	* 'ধারণা-সারনী'। * নিজের অঞ্চলের পানীয় জলের উৎস এবং অন্যান্য জলাশয়ের জলদূষণের পরিস্থিতি 'অনুসন্ধান'। * তথ্য সংগ্রহ,'সমীক্ষা', বিশ্লেষন, সম্যক ধারণা। * আত্মসমীক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-সচেতনতা।

পাঠ একক	উপ একক / বিষয়বস্তু	সামর্থ্য / উদ্দেশ্য	সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন / কর্মপত্র
	ii) * প্রতিরোধ	*জলের অতিরিক্ত ব্যবহার, অপচয় কমানো এবং বেশি করে পুনর্ব্যবহার, সংরক্ষণ। * বিশুদ্ধ পানীয় জলের গুরুত্ব, জল বিশুদ্ধ করার সহজ উপায় । * দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কিছু ব্যবহারিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জলসংরক্ষণ।	* সাম্প্রতিক তথ্য, আলোকচিত্র, সমীক্ষার প্রতিবেদন, কার্যকরী প্রকল্প রচনা, পোষ্টার উপস্থাপন। * বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংকটে নিজস্ব দায়িত্ব উপলব্ধি ও কার্যকারী ভূমিকা। * 'জনসচেতনতা', 'ক্ষেত্রসমীক্ষা'।
৮. মাটি দূষণ * পিরিয়ড (৫)	i) * কারণ * ফলাফল * প্রতিরোধ	* পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে মাটি দূষণ-পর্যবেক্ষন ও সনাক্তকরন। * মাটিই জীবনের ধারক । * জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে- মাটির অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার-মাটি ক্ষয় ও দূষণ। * দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কিছু ব্যবহারিক সচেতনতা- বর্জ্য পদার্থের সঠিক ব্যবস্থপনা। * মাটির উর্বরতা, গুণগত মান সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রন ।	* ধারণা মানচিত্র। * তথ্য, চিত্র মৌচাক। * সাম্প্রতিক তথ্য, বিশ্লেষণ, স্বচ্ছ যুক্তিগত সিদ্ধান্ত। * নিজের অঞ্চলের মাটি দূষণেব . পরিস্থিতি অনুধাবন, কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ। * ক্ষেত্র সমীক্ষা , প্রতিবেদন প্রকল্প, পোষ্টার উপস্থাপন। * পরিবেশ-সচেতনতা।
আঞ্চলিক ভূগোল **৯. এশিয়া মহাদেশ** * পিরিয়ড (১৬)	i) * সাধারণ পরিচয় । * প্রাকৃতিক পরিবেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	* সভ্যতার জন্মক্ষেত্র। * ভূপ্রকৃতি ও নদনদী। * জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের আন্ত:সম্পর্ক। * জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের কারণ-মূল ধারনার আনুষঙ্গিক ও সমান্তরাল বিষয়, উদাহরণ।	* ধারণা মানচিত্র। * মানচিত্র পর্যবেক্ষন, অনুশীলন। * অন্তত একটি নদীর প্রবাহ পথের সঙ্গে ভূ-প্রকৃতির সম্পর্ক অনুধাবন। * তথ্য, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র সহ প্রতিবেদন।
*** বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল।**	ii)* চিনের ইয়াংসি কিয়াং নদী অববাহিকা। * প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক।	* এশিয়া মহাদেশের অন্যতম কৃষি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী অঞ্চল। * অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণ।	* কার্যকরী ধারণা মানচিত্র বিশ্লেষন ও স্বচ্ছ ধারণা নির্মাণ। * প্রাসঙ্গিক ও সমান্তরাল বিষয় , সাম্প্রতিক তথ্য, উদাহরণ, প্রকল্প।
	iii)* জাপানের টোকিও ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চল। * প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের আন্তঃ সম্পর্ক।	* সংক্ষিপ্ত পরিচয় , প্রধান শিল্প, শিল্পোন্নতির কারণ, শিল্প সমস্যা, প্রতিকার পরিকল্পনা। * সাম্প্রতিক, আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ অনুধাবন, তুলনামূলক আলোচনা, বিতর্ক,তাৎপর্য।	* সম্যক ধারণা এবং কার্য-কারণ বিশ্লেষনে স্বচ্ছ যুক্তিবোধ। * কোনও শিল্পাঞ্চলের সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা, মতামত, প্রকল্প রচনা।
	iv)* দক্ষিন-পশ্চিম এশিয়ার তৈল বলয়। * প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক।	* খনিজ তেল উত্তোলক অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত সাধারণ পরিচয় । * আধুনিক সভ্যতার খনিজ তেলের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক বানিজ্য। * অধিবাসিদের জীবনযাত্রা ।	* খনিজ তেলের অপরিহার্যতা। * 'অপূনর্ভব' ও 'গচ্ছিত' সম্পদ রূপে খনিজ তেলের গুরুত্ব উপলব্ধি ও সচেতনতা-তথ্যচিত্র নিবন্ধ, পোস্টার নির্মান। * সাম্প্রতিক তথ্য উপস্থাপন।

পাঠ একক	উপ একক / বিষয়বস্তু	সামর্থ্য / উদ্দেশ্য	সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন / কর্মপত্র
১০. আফ্রিকা মহাদেশ। * পিরিয়ড (১৪)	i) * সাধারণ পরিচয় । * প্রাকৃতিক পরিবেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	* মহাদেশ রূপে আফ্রিকার স্বাতন্ত্র্য। * ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য- তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে বাস্তবের সামঞ্জস্য, তুলনামূলক প্রসঙ্গ। * ভূমিরূপ এবং নদ নদীর পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ। * জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ও বিশিষ্টতার নিয়ন্ত্রক এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদের আন্ত:সম্পর্ক।	* মানচিত্র পর্যবেক্ষণ অনুশীলন। * ধারণা মানচিত্র গঠন, চিহ্নিতকরণ। * কার্য-কারণ সম্বন্ধ অনুধাবন। * অন্তত একটি নদীর প্রবাহপথের সঙ্গে ভূ-প্রকৃতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ। * প্রাথমিক তথ্য , চিত্র, সহজ পরীক্ষা, নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা, সমীক্ষা পত্র, তাৎক্ষণিক আলোচনা।
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল।	ii)* নীল নদ অববাহিকা । * প্রাকৃতিক ও অর্থ -সামাজিক পরিবেশের আন্ত: সম্পর্ক।	* মিশরের সমৃদ্ধিতে নীল নদের অবদান নীল নদের প্রবাহপথ, বন্যার কারণ । * বন্যা নিয়ন্ত্র, বহুমুখী নদী পরিকল্পনা: কৃষি, পশুপালন - অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।	* নীল নদ অববাহিকার ধারণা মানচিত্র * মানুষের জীবনযাত্রার ওপর নীল নদের প্রভাব সম্পর্কে তথ্য, চিত্র, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি।
	iii)* বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি: সাহারা। * প্রাকৃতিক ও অর্থ - সামাজিক পরিবেশের আন্ত:সম্পর্ক।	* প্রাথমিক পরিচয় । * উত্তর মরুভূমির কিছু বিশিষ্ট ভূমিরূপ এর সাধারণ ধারণা। প্রতিকূল জলবায়ু। * পরিবেশের প্রতিকূলতার সঙ্গে মানুষের অভিযোজন। * সময়ের সঙ্গে সাহারার প্রাকৃতিক পরিবর্তন এবং আর্থ-সামাজিক অভিযোজন।	* ধারণা মানচিত্র অনুধাবন। * আনুষঙ্গিক সমান্তরাল পাঠ, তথ্য, চিত্র সংগ্রহ। * অধিবাসীদের জীবনযাত্রা অনুধাবন । * জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে সাহারা-সাম্প্রতিক তথ্য, চিত্র, প্রতিবেদন বিশ্লেষণ, আলোচনা, নিবন্ধ, প্রকল্প।
১১.ইউরোপ মহাদেশ। * পিরিয়ড (১৬)	i)* সাধারণ পরিচয় । * প্রাকৃতিক পরিবেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।	* ইউরোপের অর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির কারণ: সম্যক ধারনা। * ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও নদ নদীর আন্ত: সম্পর্ক। * জলবায়ু এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদের পারস্পরিক প্রভাব।	* ব্যবহারিক ধারণা মানচিত্র। * মানচিত্র অনুশীলন। * কার্যকরী তথ্য সারণী। * আনুষঙ্গিক সাম্প্রতিক তথ্য, ধারণা, আলোকচিত্র, সমীক্ষাপত্র, বিশ্লেষণ, নিবন্ধ।
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল।	ii)* রূঢ় শিল্পাঞ্চল । * প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের আন্ত: সম্পর্ক।	* ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চলের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সাধারণ পরিচয়, শিল্প, শিল্পকেন্দ্র। * শিল্প স্থাপনের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অপরিহার্য উপাদান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ, তুলনামূলক আলোচনা, উদাহরণ, তাৎপর্য।	* মানচিত্র পর্যবেক্ষণ। * প্রয়োগমূলক ধারনা-সারণী। * সম্যক ধারণা, কার্য-কারণ বিশ্লেষণে নির্দিষ্ট যুক্তি। * রাজ্য, দেশ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক আনুষঙ্গিক, সমান্তরাল বিষয়, তথ্য, চিত্র, প্রতিবেদন উপস্থাপন।
	iii)* লন্ডন অববাহিকা। * প্রাকৃতিক ও আর্থ সামাজিক পরিবেশের আন্ত: সম্পর্ক।	* লন্ডন শহরের ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্ব প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অনুকূল পরিবেশ। * অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি; ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট , তাৎপর্য।	* কার্যকরী তথ্য সারণী। * ত্রিমাত্রিক ভূচিত্র। * আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও বিশ্ববাণিজ্যের প্রেক্ষিতে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, ধারণা উপস্থাপন।
	iv)* পোল্ডারভূমি। * প্রাকৃতিক ও অর্থ সামাজিক পরিবেশের পারস্পরিকতা।	* মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানে, অদম্য প্রয়াস এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্মিলিত সৃষ্টি পোল্ডার ভূমি। * পোল্ডার সৃষ্টির পদ্ধতি বিশ্লেষণ। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রাকৃতিক আর্থ-সামাজিক কার্য- কারণ।	* প্রচলিত গল্পের মাধ্যমে মূল ধারণার সংযোগ। * পর্যায়ক্রমিক ও উদ্ভাবনী রেখাচিত্র, ধারণা চিত্র। * পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের অনুরূপ পোল্ডার ভূমির আনুষঙ্গিক তথ্য, ধারণা, উদাহরণ, আলোচনা, উপাস্থাপন।

শিক্ষক-শিক্ষিকা যে যে বিষয়ে যত্নবান হবেন

- কোনো বিষয়ের ধারণাগত স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা থাকা খুবই জরুরি।
- শ্রেণিকক্ষে গতানুগতিক শিখন সহায়ক উপকরণের (গ্লোব, মানচিত্র, চার্ট) সঙ্গে আকর্ষণীয় অভিনব শিখন সহায়ক উপকরণগুলির ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।
- শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা সহশিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীর সহায়তাকারীর (facilitator) মতো হবে। যাতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা ভয়মুক্ত ও স্বাধীনভাবে আচরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা, অনুসন্ধিৎসা, বিশ্লেষণধর্মী যুক্তিবোধ, সমীক্ষা-সক্রিয়তার মাধ্যমে আত্ম-সচেতনতার উদ্ভাবনী বিকাশ ঘটাতে হবে।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিশেষ 'দক্ষতা', 'দুর্বলতা' অথবা 'সম্ভাবনা', 'ভীতি' সম্পর্কে যথার্থ পর্যবেক্ষণ এবং ধারাবাহিক সার্বিক মূল্যায়ন করবেন।
- প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিষয়গত ধারণা স্পষ্ট হয়েছে কিনা, তা জানবার পথ উদ্ভাবন করতে হবে স্বতন্ত্রভাবে। শুনে বুঝতে না পারা বা প্রাথমিক প্রশ্ন করার অদক্ষতার সম্ভাব্য কারণ কী তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। 'খুব কম জানি' গোছের ভয়ে, 'অনেক জানি' গোছের অহংকার আলোচনায় অংশ নেওয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সমস্যা বুঝে উপযুক্ত সংশোধনী ঠিক করবেন।
- বাস্তব জগতের সঙ্গে বইয়ের পড়ার সম্পর্ক এবং পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে অসচেতনতা, শ্রেণিপাঠে উৎসাহহীনতার কারণ হতে পারে। শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই যে এই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ছড়িয়ে আছে, তা উপলব্ধি করতে সম্যকভাবে সাহায্য করবেন।
- বিষয় হিসাবে 'ভূগোল' যেহেতু একাধিক বিজ্ঞানের সমন্বয়িত রূপ, তাই বিভিন্ন মৌলিক ধারণাগুলোকে গঠনমূলক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করার সময়ে যৌক্তিক এবং বৌদ্ধিক ক্রমবিকাশে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছু সাধারণ ধারনার প্রসঙ্গ এসেছে পাঠ্যবইটিতে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন এবং প্রসঙ্গ অনুসারে মূল ধারণার সহজবোধ্য ও সঠিক ব্যাখ্যা করার দরকার হতে পারে।
- পাঠ্যবইয়ে একাধিক অধ্যায়ে বিভিন্নপ্রকার সক্রিয়তাভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, তথ্যসংগ্রহ, কর্মপত্র, অনুসন্ধান, সমীক্ষার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক নির্দেশিকা এবং প্রয়োজনীয় ফাঁকা জায়গা রাখা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার সহযোগিতা, সক্রিয়তা এবং সুনির্দিষ্ট সহায়তা একান্ত কাম্য।

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

সপ্তম শ্রেণির পর্ব বিভাজন (মোট পিরিয়ড- ১০০)		
পর্ব -I	**পর্ব - II**	**পর্ব - III**
পাঠ একক	**পাঠ একক**	**পাঠ একক**
১. পৃথিবীর গতি ।	১. ভূমিরূপ।	১. জল দূষণ।
২. ভূপৃষ্ঠের কোনও স্থানের অবস্থান নির্নয়।	২. নদী।	২. মাটি দূষণ।
৩. বায়ুচাপ।	৩. শিলা ও মাটি।	৩. ইউরোপ মহাদেশ।
৪. এশিয়া মহাদেশ।	৪. আফ্রিকা মহাদেশ।	

Health & Physical Education

THEORY - 40 MARKS

1. PHYSICAL EDUCATION (Basic concept)

a) Aim and objectives of Physical education

b) Related term (physical culture, physical training, Recreation, athletics, gymnastic)

2. ACTIVITY PROMOTING NATIONAL IDLES

a) Natinal integration and Communal Harmony.

b) Know about N.C.C. , Scouts and Guides movements.

3. HEALTH EDUCATION

a) Affect of exercise on health.

b) Factors influencing health . Health related food .

c) School health program.

d) Formation of habit for daily leaving activity.

4. FIRST AID

a) Quality of good First-Aider

b) Use of Bandage.c) Management of dog-bite and fire fightingd) Health habits

5. TRAFFIC EDUCATION

a) Concept of traffic education its needs & importance.

b) Traffic signal , road marking

6. DISASTER MANAGEMENT

a) Pre, during and post flood management.

7. COMMUNITY EDUCATION

The development of knowledge relating to sense of national integration, peace, moral values civic sense consumer awareness, communal harmony etc. should be injected in the students though various type of teaching methods.

8. RULES OF THE GAME

Rules of games and Sports will be taught as theoretical subject, but will not be considered in the written examination; instead this will be taken in consideration while conducting practical examination.

Performan

PRACTICAL - 60 MARKS

1. Group A : CORE ACTIVITIES(Rhythmic)

a) callisthenics /Lazime/Dumbell Drill : Two exercise tables consisting of eight exercises in each may be arranged with rhythmic exercises of hand neck, arms, shoulders and trunks .

b) Drill and marching : Repeat the previous work- Revision of previous class work, Pichhe Mur Adha Dashine/Baen Mur, Samne Siloot, Ekline Ban, Do/Tin Line Ban, Dhire chal, Dhire Chalmen Kadam Tal, Daur Ke chal, Daur Chalmen Tham, Tet Kadam Tal se Age Barh, Daur Chalmen Kadam Tal.

c) Bratachari : Repeat the previous work, Folk song, folk dance, action songs and dance.
জ- সো-বা (জয় সোনার বাংলার)

	First Test			Second Test			Third Test			
Name of the physical fitness test	Marks	Perfor-mance	Schools as per norms	Marks	Perfor-mance	Schools as per norms	Marks	Perfor-mance	Schools as per norms	Remarks
Speed-50 meters run										
Strength-Standing broad jump										
Agility-4x 10 meters shuttle run										
Cardiovascular endurance-Herbert step test										
Flexibility- Trunk flexibility										
Reaction time Total										

2.Group A : INDIVIDUAL PHYSICAL FITNESS TEST

Date of test	Height	Weight	Chest circumference		Waist circumference	Abdominal circumference	BMI					Remarks
			Normal	After expansion								

2.Group B : HEALTH CARD FOR MEDICAL CHECK UP

Pulse rate	Report	Special Remarks
Breathing per minute		
Blood pressure Percentage of fat		
Fat( )		
Fat( )		
Personal hygiene		
EYE		
NOSE		
TEETH		
SKIN		
EAR		
NAIL		
TONGUE		
Type of disability		
Learning disability		
Remarkable personal		
health problem		
Personal disease history		

3.Group A : INDIVIDUAL ACTIVITIES

a) Athletics – Warming up and Conditioning and fundamental skills technique of starting and finishing. Long jump- approach run, take off, mid-air-action, landing. High jump- approach run, take off, crossing the bar, Landing. Training for development of motor fitness activities.

b) Gymnastics: Repeat the previous work- Fundamentals of gymnastic- round off to flick Flack, Hand stand to forward roll.

c) Yogic asana- Dhanurasan, Janushirasan, Purna Dhanurasan, Bakasana, Utthan Padmasan, Sankhyasan, Surya Namasker. Pyramid \-new two figures. d) Chess- play the game.

3.Group B : ELECTIVE ACTIVITIES (Games & sports)

a) One major game offered by he school.

b) Two new recreation game offered by the school.

c) One modified game/ lead up game.

4. ACTIVITIES PROMOTING NATIONAL IDEALS

a) Marks will be allotted for participation in the observed day programmes.

List of observed day

b) Participation in the mock assembly/ mock panchayat/mock management committee

5. CULTURAL ACTIVITY (any one)

Drama , debates, music, dance, recitation

6. WORK & EDUCATION : CAMPUS TO COMMUNITY SERVICE (PROJECT WORK)

Every school adopted a local village/slum/ward for campus to community social service and work andeducation

a) Village Survey , Identifications of needs of people & recommendations to the proper authority.

b) Assistance / facilitation in preparations of Ration Cards, Application for electrification, and other needful works act.

c) Assistance in school / college admission, dropout student, helpless SC/ST/OBC/ Minority.

d) Liaison with local authorities for materialization / establishing various projects initiated by Govt.

e) To organize various Health , & human Resource Development Awareness campaign.

f) To organize National Integration & communal Harmony programmes.

g) Protect child labour and Girls Trafficking.

h) Project Report Environ awareness, of Adopted village activities.

7. PARTICIPATION IN GAMES & SPORTS AND CULTURAL ACTIVITIES

Participation in the Intra \ Inter school sports,games and cultural competition

8. OUTDOOR ACTIVITIES (One programme in a year)

a) Participation in Nature study camp

b) Camping and excursion/work camp

9. DAILY ASSEMBLY

Daily assembly involving all Teachers and Students should be introduced in every school compulsorily for10minutes. The following programme may be followed ;

a) assembly of students & teachers (section wise).

b) observance of silence .

c) prayer song.

d) Announcement of important daily 'NEWS' by the student / Teacher.

e) Instruction to students by H.M/ A.H.M./Teacher.

f) Orderly dispersal in files to respective classes following the class Teacher or Monitor.

N.B.: Know the rules of the game during practice. Marks of the practical game will be given as per the standard norms or test.

বিশেষ সংযোজন

এ বছরের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিখিত/প্রকল্প ও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার ভিত্তিতে মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন।

বিশেষ সংশোধন ও সংযোজন : ১

সংশোধন

প্রতিটি শ্রেণিতে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য মোট পাঁচটি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সূচকের জন্য একটি নির্দিষ্ট মান ধার্য আছে। সম্পূর্ণ শিক্ষাবর্ষে একটি শ্রেণিতে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পূর্ণমান = শিক্ষাবর্ষে একটি সূচকের মোট মান × ৫ × ৩

MARKS FOR EACH INDICATOR / SUBJECT

CLASS CAPSULE	FORMATIVE		SUMMATIVE	PERCENTAGE	
	Marks	No of Indicators	Marks for Each Subj.	FORMATIVE	SUMMATIVE
V	50	5	80	38%	62%
VI, VII & VIII	60	5	110	35%	65%

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রথম প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নেও প্রতিটি সূচকের মান দশ(১০)এর পরিবর্তে কুড়ি(২০) হবে। অর্থাৎ ঐ শ্রেণিগুলির ক্ষেত্রে একটি সম্পূণ শিক্ষাবর্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের মোট মান হবে---
২০ × ৫ × ৩ =৩০০

পঞ্চম শ্রেণির 'শারীরশিক্ষা ও কলাশিক্ষা'য় প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে মান-১০ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে মান -২০ ও তৃতীয় পর্যায়ক্রমিকের মূল্যায়নে মান- ৫০ অর্থাৎ মোট পূর্ণমান- ৮০।

সংযোজন

কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ (প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য) পুরো শিক্ষাবর্ষ জুড়ে শিখন চলাকালীন সূচকগুলির ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ করবেন (শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে)। সেই পর্যবেক্ষণ অনুসারে নিজেদের কাছে ***শিশুর বিকাশের নথিতে*** শিক্ষার্থীর শিখন সক্ষমতার ধারাবাহিক নথিবদ্ধকরণ করবেন। প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের আগে তা জমা দেবেন শ্রেণিশিক্ষিকা অথবা শ্রেণিশিক্ষকের কাছে। শ্রেণিশিক্ষিকা /শ্রেণিশিক্ষক ব্যক্তিগত নথি ও সেই প্রাপ্ত নথির ভিত্তিতে প্রথম/দ্বিতীয় /তৃতীয় প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে (F1/F2/F3) কোনো শিক্ষার্থীর প্রাপ্তমান রিপোর্ট কার্ডে যথাযথভাবে নথিবদ্ধ করবেন।

বিশেষ সংশোধন ও সংযোজন : ২

২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জন্য নির্ধারিত চার (৪) টি পিরিয়ডের বদলে তিন(৩) টি পিরিয়ড বরাদ্দ করা হলো। অবশিষ্ট এক (১) টি পিরিয়ডে পরিবেশ বিদ্যার (EVS) পঠন-পাঠন হবে।

২০১৩ শিক্ষাবর্ষে সপ্তম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রথম ভাষার (F.L.) জন্য নির্ধারিত আট (৮) টি পিরিয়ডের বদলে সাত (৭) টি পিরিয়ড বরাদ্দ করা হলো। অবশিষ্ট এক (১) টি পিরিয়ডে পরিবেশ বিদ্যার (EVS) পঠন-পাঠন হবে।

২০১৩ শিক্ষাবর্ষে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে (পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) 'শারীরশিক্ষা ও কলা শিক্ষা' বিষয়ে পদ্ধতিগত ভাবে লিখিত/প্রকল্পভিত্তিক এবং প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেসান নির্ভর মূল্যায়ন হবে। এই বিষয়টির মূল্যায়ন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বিবেচনাসাপেক্ষ।